মল-মূত্র ত্যাগের সময় কেবলামুখী বসিবে না অবশ্য সম্মুখে আড়াল থাকিলে

১১৪। হাদীছ ঃ—আবু আইউব আনছারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মল-মূত্র ত্যাগের সময় কেহ কেবলামুখী বসিবে না। কেবলা দিকে পিঠও দিবে না, পূর্ব বা পশ্চিমমুখী হইয়া বসিবে।×

এই হাদীছ বর্ণনাকারী আবু আইউব আনছারী (রাঃ) বলেন, আমরা কয়েকজন মোসলমান এক সময় সিরিয়া দেশে গেলাম (সিরিয়া তখন মোসলমান অধিকৃত দেশ ছিল না।) সেখানে দেখিলাম, সমুদয় পায়খানাগুলিই কেবলামুখী করিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে। আমরা অপারগ অবস্থায় ঐ পায়খানায় প্রবেশ করিতাম, কিন্তু সাধ্যানুযায়ী কেবলা দিক হইতে মোড় দিয়া বসিতাম এবং (যেহেতু পূর্ণ-মাত্রায় কেবলা দিক হইতে ফিরিয়া বসা সম্ভব হইত না, তাই) আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতাম।+

ব্যাখ্যা ঃ—হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী স্বয়ং এবং তাঁহার সঙ্গীগণের ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য হাদীছের মর্ম ও অর্থ অনুযায়ী কোন প্রকার আড়াল থাকা অবস্থায়ও, এমনকি তৈরী পায়খানার ভিতরেও কেবলামুখী হইয়া মল-মূত্র ত্যাগ করা নিষিদ্ধ। ইমাম আবু হানিফার মজহাব ইহাই। আড়াল সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) যাহা ইঙ্গিত করিয়াছেন উহার সূত্র হইল পরবর্তী হাদীছ—যাহার বিবরণ সম্মুখে আসিতেছে।

পা-দানির উপর বসিয়া মল ত্যাগ করা

এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য মল ত্যাগের জন্য পা-দানি বিশিষ্ট পায়খানা তৈরী করা উত্তম। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গৃহে সেই ব্যবস্থা ছিল।

১১৫। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিতেন, লোকেরা বলে, মল-মূত্র ত্যাগকালে কেবলামুখী বা কেবলার দিকে পিঠ করিয়া বসিবে না। অথচ আমি একদা আমার ভগ্নি—হযরতের বিবি হাফ্‌ছাহ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহ-ছাদে উঠিয়া ছিলাম; তথা হইতে হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়িল—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (পায়খানার ভিতর) পা-দানির উপর বসিয়া আছেন; হযরতের পিঠ কেবলার দিকে ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছ দৃষ্টেই আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবী এবং কোন কোন ইমামের মজহাব এই যে, পায়খানার ভিতর, এমনকি সম্মুখ বা পেছনে কোন আড়াল থাকিলেই মল-মূত্র ত্যাগে কেবলার দিকে মুখ বা পিঠ করা দূষণীয় নহে। ইমাম আবু হানিফার মজহাব প্রথমোক্ত হাদীছটির উপর স্থাপিত। তাঁহার মজহাবে কোন অবস্থাতেই

× পূর্ব-পশ্চিমমুখী বসিবার আদেশ মদীনাবাসীর জন্য। যাহাদের কেবলা দক্ষিণে।

+ হাদীছ বর্ণনাকারীর নিজ ঘটনার অংশটুকু বোখারী শরীফের ৫৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে।

মল-মূত্র ত্যাগকালে কেবলামুখী হওয়া বা কেবলার দিকে পিঠ দেওয়া জায়েয নহে। তিনি বলেন, ১১৪ নং হাদীছটি অতি সুস্পষ্ট এবং বিধানগত ঘোষণা স্বরূপ ব্যাপক আকারের মৌখিক উক্তি। পক্ষান্তরে ১১৫নং হাদীছের বিষয়টি হযরতের উক্তি নহে, অধিকন্তু উহা ধীর-স্থিরবিহীন অতি ক্ষীণ ও দ্রুত অপসারিত দৃষ্টির মাধ্যমে শুধুমাত্র একবার একজনের এক নজরে অনুভূত বিষয়; ইহাতে প্রকৃত রূপের দ্বিধাহীন অবগতি হয় না। এত দুর্বল বিষয় দ্বারা ১১৪নং হাদীছে বর্ণিত সুস্পষ্ট মৌখিক উক্তি ও বিধানগত ব্যাপক আকারের ঘোষণার মধ্যে কোন প্রকার রদ-বদল করা যায় না।

ইমাম বোখারী (রাঃ) আলোচ্য হাদীছ দ্বারা বাড়ীর ভিতরে মল ত্যাগের জন্য বিশেষ স্থান তৈরী করার বাস্তবতা সম্পর্কেও একটি পরিচ্ছেদ লিখিয়াছেন।

মল ত্যাগের জন্য নারীদের অরণ্যে-প্রান্তরে যাওয়া

উপরের পরিচ্ছেদে তৈরী পায়খানার মল ত্যাগের কথা বলা হইয়াছে, উহার পরে স্বগৃহে মল ত্যাগের ব্যবস্থা রাখার কথা বলা হইয়াছে। আলোচ্য পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য এই যে, স্বগৃহে মল ত্যাগের ব্যবস্থা না থাকিলে জনশূন্য মাঠে-জঙ্গলে, পাথারে-প্রান্তরে মল ত্যাগের জন্য যাইতে পারে। এক্ষেত্রে দুইটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথমটি হইল—লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কোন মানুষের দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনার স্থল না হয়। নৌকা চলাচলের নদী-খালের কূলে যেভাবে মল ত্যাগের জন্য বসা হয় উহা হারাম; ঐরূপ ব্যক্তিদের প্রতি হাদীছে রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক লা'নৎ ও অভিশাপের উল্লেখ রহিয়াছে। দ্বিতীয়টি হইল—মালিকের আপত্তির জায়গা বা যেস্থানে মল ত্যাগ করিলে লোকদের কষ্ট হওয়ার আশঙ্কা; যেমন—পথে, ঘাটে, ছায়ায় বা ফলের গাছের নিকটবর্তী ইত্যাদি স্থানেও মল ত্যাগ করিবে না। এই সব বিষয় লক্ষ্য রাখিয়া প্রয়োজনে নারীগণও বিশেষ পর্দার সহিত বাহিরে মল ত্যাগের জন্য যাইতে পারে। অবশ্য নারীগণ এরূপ ক্ষেত্রে শুধু রাত্রে যাওয়ায় অভ্যস্ত হওয়া চাই। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমলে মদীনা শরীফে পরবর্তী সময়ে মোসলমানগণ নিজ গৃহে পায়খানা তৈরী করিয়া নিতেন; হযরতের গৃহে তৈরী পায়খানা ছিল। কিন্তু প্রথম দিকে অন্ধকার যুগের ব্যবস্থাই চলিত যে, বাড়ীতে মল ত্যাগের ব্যবস্থা থাকিত না।

১১৬। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক কালে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবিগণও মদীনার একটি বৃহৎ প্রান্তরে মল ত্যাগের জন্য যাইয়া থাকিতেন; তাঁহারা শুধু কেবল রাত্রেই বাহির হইতেন; সাধারণভাবে তাঁহারা অভ্যাস করিয়া নিয়াছিলেন—রাত্রের পর আবার রাত্রেই মল ত্যাগে বাহির হইতেন। ওমর (রাঃ) হযরতের বিবিগণের (পর্দার সহিতও) বাহিরে যাওয়া বন্ধ করার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন, কিন্তু রসুলুল্লাহ (দঃ) সেইরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রবর্তন করিতেন না। একদা হযরতের বিবি সওদা (রাঃ)

শরীয়তী পর্দার বিধান প্রবর্তিত হওয়ার পর গভীর রাত্রে পর্দার সহিতই মল ত্যাগে বাহির হইলেন। ওমর (রাঃ) কোথাও বসিয়াছিলেন তথা হইতে তিনি সওদা (রাঃ)কে যাইতে দেখিলেন। সওদা (রাঃ) মোটা ও দীর্ঘ কায়া-বিশিষ্টা ছিলেন, তিনি পরিচিত লোকদের ঠাহরে আসিয়া যাইতেন; তাই ওমর (রাঃ) তাঁহাকে ঠাহর করিয়া নিতে পারিলেন। ওমর (রাঃ) উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিলেন, সতর্ক হউন—হে সওদা! আপনি আমাদের জন্য অপরিচিত থাকিতে পারেন না, সওদা আপনাকে চিনিয়া ফেলিলাম। সুতরাং চিন্তা করুন! কি ভাবে আপনি বাহির হইতে পারেন? ওমর (রাঃ) ঐ অভিলাসই প্রকাশ করিতেছিলেন যে, হযরতের বিবিদের জন্য ঘরের বাহিরে যাওয়া সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করা হউক।

সওদা (রাঃ) ফেরার পথে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া উক্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলেন যে, ওমর আমাকে এই এই বলিয়াছেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তখন আমার গৃহে রাত্রের আহার গ্রহণ করিতেছিলেন। হযরতের হাতে তখন একখানা আহার্য্য গোশতের হাড় ছিল; এমতাবস্থায়ই হযরতের প্রতি আল্লাহ তায়ালা অহী অবতীর্ণ করিলেন। কিছু সময়ের মধ্যে অহী অবতরণের সমাপ্তি হইল—তখনও ঐ হাড়খানা হযরতের হাতেই ছিল। হযরত (দঃ) তখন বলিতেছিলেন, তোমাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা অনুমতি দিয়াছেন; তোমরা প্রয়োজনে (বিশেষ পর্দার সহিত) বাহির হইতে পারিবে। এই ব্যাপারে বিশেষ পর্দার বিষয় সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে একটি আয়াতও নাযেল হইয়াছে।*

ব্যাখ্যা ঃ—এস্থানে উদ্দেশ্য বিশেষ পর্দার আয়াতটি এই—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ -

„হে নবী! আপনার বিবিগণকে, আপনার কন্যাদেরকে এবং মোমেনগণের বউ-ঝি নারীদেরকে বলিয়া দিন, তাহারা যেন (প্রয়োজনে পর্দার সহিত বাহির হইলে অতিরিক্ত পর্দারূপে) ঘোমটা অধিক নীচ তথা লম্বা করিয়া দিয়া নেয়। (যাহাতে মাথার সহিত চেহারাও পূর্ণ পর্দায় থাকে।) (২২ পাঃ ৫ রুঃ)

পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করা

১১৭। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখনই মল-মুত্র ত্যাগের জন্য বাহির হইতেন, আমি এবং আমার সঙ্গী আর

* হাদীছখানা ২৮, ৭০৮, ৭৮৮, এবং ৯২২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে; অনুবাদে সমষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

একটি ছেলে হযরতের এস্তেঞ্জার জন্য পানি লইয়া আসিতাম এবং সরু মাথার লোহা লাগান একখানা লাঠিও নিয়া আসিতাম।

(কারণ, রসুলুল্লাহ (দঃ) সাধারণতঃ মল-মুত্র ত্যাগের পর অজু করিয়া থাকিতেন এবং অজু করার পরে তিনি নামাযও পড়িতেন, এবং বাহিরে নামায পড়াকালীন তিনি ঐ লাঠিখানাকে সম্মুখে ছোতরা বা আড়াল স্বরূপ গাড়িয়া লইতেন।)

ডান হাতে এস্তেঞ্জা করা নিষিদ্ধ

১১৮। হাদীছ ঃ— আবু কাতাদাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন কিছু পান করিবার সময় পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলিবে না, মল-মুত্র ত্যাগের সময় ডান হাতে পুরুষাঙ্গ ছুঁইবে না এবং ডান হাত দিয়া এস্তেঞ্জা করিবে না।

কুলুখ ব্যবহার করা কর্তব্য

১১৯। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মল ত্যাগের জন্য বাহির হইলেন, আমি তাঁহার সঙ্গে রওয়ানা হইলাম। নবী (দঃ) পথ চলাকালীন এদিক ওদিক দেখিতেন, কাজেই আমি তাঁহার অত্যন্ত নিকটবর্তী হইলাম (যেন আমাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি দরকারী কোন ফরমায়েশ দিতে পারে।) নবী (দঃ) আমাকে বলিলেন, এস্তেঞ্জার জন্য কয়েকটি পাথরের টুক্‌রা আন। হাড্ডি বা লিদ্ (পশুর শুষ্ক মল) আনিও না। আমি আমার কাপড়ের কিনারায় করিয়া কয়েকটি পাথরের টুক্‌রা তাঁহার নিকটবর্তী রাখিয়া দূরে সরিয়া পড়িলাম। তিনি মল ত্যাগের পর উহা ব্যবহার করিলেন।

লিদ্ দ্বারা কুলুখ ব্যবহার নিষিদ্ধ

১২০। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মল-ত্যাগের জন্য বাহির হইলেন এবং আমাকে তিনটি প্রস্তরখণ্ড আনিতে বলিলেন। আমি প্রস্তরখণ্ড দুইটি পাইলাম; আর না পাইয়া একটি শুষ্ক গোবরখণ্ড লইয়া আসিলাম। নবী (দঃ) প্রস্তরখণ্ড দুইটি গ্রহণ করিলেন, গোবরখণ্ডটি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, এইটা নাপাক বস্তু।

প্রত্যেক অঙ্গ এক, দুই বা তিনবার ধুইয়া অজু করা

১২১। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (দরকার বশতঃ) এক একবার অঙ্গ ধৌত করিয়া অজু করিয়াছেন।

১২২। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (কোন সময়) দুই দুইবার অঙ্গ ধৌত করিয়া অজু করিয়াছেন।

১২৩। হাদীছ ঃ— একদিন ছাহাবী ওসমান (রাঃ) পানির পাত্র আনাইলেন এবং দুই হাতের উপর তিনবার পানি ঢালিয়া ধৌত করিলেন, তারপর ডান হাত দ্বারা পাত্র

হইতে পানি উঠাইয়া কুল্লি করিলেন ও নাকে পানি দিলেন, তারপর মুখমণ্ডলকে তিনবার ধৌত করিলেন এবং দুই হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করিলেন, তারপর মছেহ করিলেন, তারপর দুই পা টাখনার উপর পর্য্যন্ত তিন তিনবার ধৌত করিলেন। তারপর বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি এরূপ অজু করিয়া দুই রাকাত নামায পূর্ণ একাগ্রতার সহিত পড়িবে। অর্থাৎ—নামায পড়া কালীন দুনিয়ার কোন বিষয়ের প্রতি ধ্যান না করিবে তাহার পূর্বের সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

আর এক হাদীছে বর্ণিত আছে, ওসমান (রাঃ) অজু করার পর বলিলেন, আমি একটি হাদীছ বয়ান করিব ; যদি কোরআন শরীফের একটি আয়াত না থাকিত তবে আমি উহা বয়ান করিতাম না। আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—যে কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করিয়া দুই রাকাত নামায পড়িবে ; নামায শেষ করা পর্য্যন্ত তাহার পূর্বের সব গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা :—ওসমান (রাঃ) উল্লেখিত হাদীছটি বয়ান করিতে দ্বিধা বোধ করিয়াছেন এই জন্য যে, সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করিয়া হাদীছটির পূর্ণ তথ্য অনুধাবন করিতে না পারিলে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির আশঙ্কা আছে যে, শুধু অজু ও দুই রাকাত নামায দ্বারা সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে ; অথচ কবিরা গোনাহ খাঁটি তওবা ছাড়া মাফ হয় না—ইহাই শরীয়তের বিধান।

প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত হাদীছের মর্ম ইহা নয় যে, কবিরা গোনাহও তওবা ব্যতিরেকেই মাফ হইয়া যাইবে। কারণ হাদীছটির মধ্যে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বাক্য রহিয়াছে যে, "উত্তমরূপে অজু করিয়া" ; অজু উত্তম হওয়ার জন্য ইহাও আবশ্যক যে, কবিরা গোনাহ সংঘটিত হইয়া থাকিলে উহা হইতে তওবা করিয়া অজু করিবে। উত্তমরূপে অজু করার অর্থে বাহ্যিক অপবিত্রতা পানি দ্বারা ধুইয়া দূর করার ন্যায় আত্মিক অপবিত্রতা তওবা দ্বারা ধুইয়া দূর করাও নিহিত রহিয়াছে। এই জন্যই অজুর শেষে এইরূপ দোয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

"হে আল্লাহ! আমার তওবা কবুল কর এবং আমার পবিত্রতা কবুল কর।" তদুপরি পানি দ্বারা অঙ্গসমূহ ধোয়া শেষে তওবার পুনরোক্তি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে—

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

"আয় আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসার গুণগান করি। তুমি ভিন্ন কোন মাবুদ নাই। তুমি এক—তোমার শরীক নাই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাই। এবং সমস্ত গোনাহ হইতে তওবা করিতেছি।" এই দোয়াটি অজু সমাপ্তে পড়িতে হয়।

ওসমান (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত প্রথমোক্ত হাদীছেও একটি তাৎপর্য্যপূর্ণ কথা আছে যে, "নিয়মিত অজু করিয়া আল্লার প্রতি এরূপ একাগ্রতার সহিত দুই রাকাত নামায পড়িবে যে, নামায পড়াকালীন দুনিয়ার কোন খেয়াল যেন অন্তরে স্থান না পায়।" এই অবস্থা হাসিল করার চেষ্টা করিলেই বুঝে আসিবে, ইহা হাসিল করা কত কঠিন এবং কত সাধনা সাপেক্ষ। আর সাধনার আরম্ভই হইল—কবিয়া গোনাহ হইতে সম্পূর্ণ বাঁচিয়া থাকা এবং কবিরা গোনাহ হইয়া থাকিলে উহা হইতে খাঁটি তওবা করা। কবিরা গোনাহের আবিল-তাময় অন্তর কখনও আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঐরূপে নিবেদিত হইতে পারে না।

এস্থলে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শিক্ষা পদ্ধতির নৈপুণ্য উপলব্ধি করা যায়। নবী (দঃ) মানুষকে কোন আমলের প্রতি আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে আমলের করণীয় বিষয়ের সর্বোচ্চ পর্য্যায়টা উহ্য রাখিয়া শুধু প্রাথমিক পর্য্যায়ের বাহ্যিক আকৃতি উল্লেখ করিতেন; আর উক্ত আমলের ফজিলতটা বর্ণনা করিতেন উহার সর্বোচ্চ পর্য্যায়ের। ইহাতে মানুষের মনোবল ও সাহস অক্ষুণ্ণ থাকে এবং আশার আলোতে সে অগ্রসর হওয়ায় আকৃষ্ট হয়; অধিকন্তু সে আশায় বুক বাঁধিয়া ধাপে ধাপে সর্বোচ্চ পর্য্যায়ে পৌঁছিতেও সক্ষম হইবে। অবশ্য বর্ণনার মধ্যে করণীয় বিষয়ের সর্বোচ্চ পর্য্যায়ের প্রতিও ইঙ্গিত থাকে যেন কুটিল স্বভাবের লোকেরা ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইবার অবকাশ না পায়।

এস্থানে উক্ত পদ্ধতিতেই কথা বলা হইয়াছে। ফজিলত বর্ণনায় অতি উচ্চ মানের অজু ও নামাযের ফজিলত বর্ণিত হইয়াছে, অথচ আমলের বর্ণনায় শুধু অজু নামাযের নাম আছে—যাহা উহার প্রাথমিক পর্য্যায়কেও বলা যায়। কিন্তু অজু-নামাযের প্রাথমিক পর্য্যায়ের জন্য উক্ত ফজিলত নহে; উক্ত ফজিলত একমাত্র উচ্চ পর্য্যায়ের অজু ও নামাযের—যাহার ইঙ্গিত উল্লেখ করা হইয়াছে।

● যেই আয়াতটির দরুন ওসমান (রাঃ) আলোচ্য হাদীছ বর্ণনায় বাধ্য হইয়াছেন; হাদীছ বর্ণনাকারী বিশিষ্ট তাবেয়ী ওরওয়া (রঃ) ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন—

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ.....

"অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ ও রসুলের বর্ণিত হেদায়েতবাণী গোপন রাখে তাহাদের প্রতি আল্লার লানৎ ও অভিশাপ.....।" (২ পারা ২ রুকু)

ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা শিক্ষা ক্ষেত্রে কতিপয় জরুরী উপদেশ লাভ হয়। যথা—

১। কোরআন হাদীছের জ্ঞান ও এল্‌ম আল্লাহ তায়ালা যাহাকে দান করিয়াছেন তাহার কর্তব্য হইবে নিজ দায়িত্ব বোধে উহা অপরকে শিক্ষা দেওয়া।

২। কোরআন হাদীছ শিক্ষাদানে নিজকে শিক্ষার্থীদের প্রতি উপকারক গণ্য করিবে না, বরং স্বীয় কাঁধের বোঝা নামাইবার সুযোগস্থল গণ্য করিবে।

৩। আল্লাহ তায়ালার লা'নৎ ও অভিশাপগ্রস্ত হওয়ার ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া নিজ হইতেই কোরআন-হাদীছ শিক্ষা দানে উদগ্রীব হইয়া উঠিতে হইবে।

অজুর মধ্যে নাকে পানি দেওয়া

১২৪। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন—অজু করিলে নাকে পানি দিবে এবং কুলুখ বা ঢিলা বেজোড় সংখ্যায় ব্যবহার করিবে।

১২৫। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—অজুর মধ্যে নাকে পানি দিয়া নাক ঝাড়িবে; ঢিলা বেজোড় সংখ্যায় ব্যবহার করিবে, নিদ্রা হইতে উঠিয়া পানি পাত্রে হাত দেওয়ার পূর্বে হাত ধৌত করিয়া লইবে। কারণ, নিদ্রাবস্থায় হাত কোথায় লাগিয়াছে তাহা জানা নাই।

তৃতীয় খণ্ডে ইবলিসের বয়ানে একটি হাদীছে নবী (দঃ) বলিয়াছেন, নিদ্রা হইতে উঠিয়া অজু করাকালে বিশেষভাবে তিনবার নাকে পানি দিয়া নাক ঝাড়িবে; মানুষের নিদ্রা-সময়ে তাহার নাসিকা-নালীর উর্দ্ধস্থানে শয়তান অবস্থান করিয়া থাকে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—অজুর মধ্যে কুল্লিও করিতে হয়; ১২৩নং হাদীছে উহার প্রমাণ রহিয়াছে।

অজুর সময় পায়ের গোড়ালী ভালরূপে ধৌত করিবে

১২৬। হাদীছ ঃ— একদা আবু হোরায়রা (রাঃ) কোথাও যাইতেছিলেন; কয়েকজন লোক একটি পাত্র হইতে অজু করিতেছিল; তিনি তাহাদিগকে বলিলেন—পূর্ণ ও উত্তম-রূপে অজু কর। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যে সমস্ত গোড়ালী শুষ্ক থাকিবে ঐগুলি দোযখে পুড়িবে।

(৫৪ নম্বর হাদীছ দ্বারা এস্থলে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, অজুর মধ্যে উভয় পা পূর্ণরূপে ধৌত করা আবশ্যক। ভিজা হাতে শুধু মুছিয়া নিলে চলিবে না।)

ইবনে ছীরীন (রঃ) আংটির স্থানও ভালরূপে ধৌত করিতেন।

চাপ্পলে পা রাখিয়া পা ধৌত করা যায় কিন্তু মছেহ করা যায় না

১২৭। হাদীছ ঃ—এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে বলিল, আপনি চারিটি কাজ করেন যাহা আপনার অন্য কোন সঙ্গীকে করিতে দেখি না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন উহা কি কি? সে বলিল—(১) হজ্জের তাওয়াফ করার সময় কাবা শরীফের শুধু দক্ষিণ পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব কোণ দুইটিকেই আলিঙ্গন করিয়া থাকেন, অন্য কোণকে নয়। (২) পশমহীন চামড়ার চাপ্পল পায়ে দিয়া থাকেন। (৩) আপনি জরদ (কমলা) রং ব্যবহার করিয়া থাকেন। (৪) মক্কায় থাকাকালীন আপনি ৮ই জিলহজ্জ হজ্জের এহ্‌রাম বাঁধিয়া থাকেন, অথচ সকলে প্রথম তারিখেই এহ্‌রাম বাঁধে। তিনি উত্তর করিলেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ঐ দুই কোণ ব্যতীত অন্য কোণকে আলিঙ্গন করিতে দেখি নাই। পশমহীন চামড়ার চাপ্পল রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম

ব্যবহার করিতেন এবং উহা পায়ে রাখিয়া অজু করিতেন, তাই আমি উহাকে পছন্দ করি। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জরদ রং ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি; সে জন্য আমিও উহা ব্যবহার করি। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে (মিকাৎ-স্থান হইতে) যাত্রা আরম্ভের পূর্বে এহ্‌রাম বাঁধিতে দেখি নাই। (মক্কায় অবস্থান কালে হজ্জ করিলে হজ্জের জন্য যাত্রা ৮ তারিখেই আরম্ভ হয়—মিনার দিকে; তাই ৮ তারিখের পূর্বে আমি এহ্‌রাম বাঁধি না।)

অজু ও গোসলে ডান দিকের কাজ প্রথম করিবে

১২৮। **হাদীছ ঃ**—উম্মে আতিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবীকন্যা জয়নাব (রাঃ) মারা গেলে পর তাঁহার গোসলদানকারিণীদিগকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আদেশ করিলেন—ডান পার্শ্ব এবং অজুর অঙ্গ সমূহ হইতে গোসল দেওয়া আরম্ভ করিও।

১২৯। **হাদীছ ঃ**— আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সাধ্যানুযায়ী প্রত্যেক কার্য্যেই ডান দিক হইতে আরম্ভ করা ভালবাসিতেন—জুতা পায়ে দেওয়া, মাথা আঁচড়ান, অজু করা গোসল করা ইত্যাদি।

নামাযের সময় হইলে পানি তালাশ করিবে

১৩০। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বলেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি ঘটনা দেখিয়াছি। একদা আছরের নামায উপস্থিত হইল, সকলেই পানি তালাশ করিয়া হয়রান, কিন্তু কোথাও পানি পাওয়া গেল না। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে সামান্য একটু অজুর পানি হাজির করা হইল; তিনি স্বীয় হস্ত ঐ পাত্রে রাখিয়া দিলেন এবং সকলকে অজু করিতে আদেশ করিলেন। আনাছ (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাতের তালুর নীচ হইতে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া পানি উথলিয়া উঠিতেছিল এবং উপস্থিত সকলে উহা দ্বারা অজু করিতে সমর্থ হইল।

মানুষের চুল ভিজান পানি পাক

১৩১। **হাদীছ ঃ**—ইবনে ছীরীন (রঃ) আবীদাহ্ নামক অতি প্রাচীন একজন তাবেয়ীকে বলিলেন, আমার নিকট নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি চুল মোবারক আছে, আমি উহা আনাছ (রাঃ) ছাহাবীর নিকট হইতে পাইয়াছি। আবীদাহ্ বলিলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি চুল মোবারক হাসিল করিতে পারিলে সমস্ত দুনিয়া ও উহার ধন-দৌলত পাওয়ার চেয়েও অধিক সন্তুষ্ট হইতাম।

১৩২। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (হজ্জের সময়) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন মাথা কামাইয়াছিলেন, তখন আবু তাল্‌হা (রাঃ). (আনাছের মাতার ২য় স্বামী) সর্বাগ্রে হযরতের চুল মোবারক হাসিল করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—ইমাম বোখারী (রঃ) এই দুইটি হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহেন যে, মানুষের চুল পাক, সুতরাং উহা পানিতে পড়িলে পানি নাপাক হয় না।

যে পাত্রে কুকুর মুখ দিবে উহা সাত বার ধুইবে

১৩৩। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, কুকুর যদি কোন পাত্রে মুখ দেয় তবে উহাকে সাতবার ধুইবে।*

ইমাম যুহরী বলিয়াছেন, কুকুরের মুখ দেওয়া পানি ব্যতীত অন্য আর কোনও পানি না পাইলে ঐ পানি দ্বারাই অজু করিবে।

ইমাম ইফ্‌ইয়ান বলেন, এই মছআলাটি ঠিক, বারণ পানি থাকাকালীন অজু করিতেই হইবে। কিন্তু কুকুরে মুখ দেওয়া পানি পাক হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ হয় বলিয়া ঐ পানি দ্বারা অজু করিয়া পরে তায়াম্মুমও করিবে।+

১৩৪। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পূর্বকালের এক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন—সে কোথাও যাইতেছিল; পথিমধ্যে সে পিপাসার তাড়নায় অস্থির হইয়া পড়িল। একটি কূপ দেখিতে পাইল; (কিন্তু তথায় পানি উঠাইবার কোন ব্যবস্থা ছিল না ঃ) সে কূপে অবতরণ করিয়া পানি পান করিল। কূপ হইতে উঠিয়া দেখিতে পাইল, একটি কুকুর পিপাসায় হাঁপাইতেছে এবং কাঁদা চাটিতেছে। ঐ ব্যক্তি ভাবিল, কুকুরটিরও ঐরূপ কষ্ট হইতেছে যেরূপ আমার হইতেছিল। এই ভাবিয়া সে পুনরায় কূপে অবতরণ করিল এবং তাহার চামড়ার মোজা ভরিয়া পানি লইল। কূপ হইতে উঠিবার কোন ব্যবস্থা ছিল না; উভয় হাতের সাহায্যে উঠিতে হয়; তাই পানি ভরা মোজা মুখে কামড় দিয়া উঠাইতে হইল। এইরূপ কষ্টে পানি কূপ হইতে উঠাইয়া তৃষ্ণাতুর কুকুরকে পান করাইল। আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির এই পরিশ্রম ও কার্য্যকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং তাহার সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিলেন।

ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, পশুর প্রতি সদ্ব্যবহারেও ছওয়াব হইবে? হযরত (দঃ) বলিলেন, فى كل كبد رطبة اجر "প্রত্যেক জীবের উপকার করায়ই ছওয়াব আছে।"

ব্যাখ্যা ঃ—শরীয়ত দৃষ্টে কুকুর অতিশয় ঘৃণিত জীব, উহার সংশ্রব দূষণীয় ও ক্ষতিকারক। বোখারী ও মোসলেম শরীফে আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—"যে ঘরে কুকুর থাকে সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা যায় না।" আরও আছে, "যে ব্যক্তি কুকুর পালিয়া রাখিবে প্রত্যহ তাহার নেকীর এক বিরাট অংশ বরবাদ হইতে থাকিবে।" কিন্তু সে জন্য কুকুরের প্রতি দয়া পরবশ হইয়া উহাকে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করাতে ছওয়াব না

---

* মোসলেম শরীফে আরও আছে—অষ্টমবার মাটি দ্বারা মর্দন করিয়া ধুইবে।

+ ইমাম আবু হানিফা এবং অধিকাংশ ইমামগণের মতে কুকুরের মুখ দেওয়া পানি বড় নাপাক। উহা দ্বারা অজু কি হইবে? ঐ পানি যথায় লাগিবে তাহাও নাপাক হইয়া যাইবে।

হইবার কোন কারণ নাই। দয়াল প্রভু আল্লাহ তায়ালা পরোপকার এবং দয়া ও করুণাকে অতি ভালবাসেন; এমনকি ঘৃণার পাত্রেও উহার বিকাশ পছন্দ করিয়া থাকেন।

বুদ্ধিহীন জীব কুকুর কোন ক্ষতি করিয়া ফেলিলেও উহার উপর নির্দয়ভাবে অত্যাচার করা চাই না, যদিও উহা ঘৃণিত বস্তু। নিম্নের হাদীছের প্রতি লক্ষ্য করুন।

১৩৫। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় (প্রথম অবস্থায় যখন মোসলমানদের দারিদ্রের দরুন মসজিদ সমূহে দরওয়াজা ইত্যাদি লাগাইয়া হেফাজত করার সামর্থ্য ছিল না; তখন) মসজিদের ভিতর কুকুর আসা-যাওয়া করিত এবং সে জন্য মসজিদ ধৌত করার কোন ব্যবস্থা করা হইত না। (কারণ, মসজিদের জমি পাকা-পোক্তা ছিল না, উহাতে কোন বিছানাপত্রের ব্যবস্থা ছিল না; উহাতে ছিল শুধু মরুভূমির বালু বা কাঁকর যাহা শুষ্ক হইলেই পাক গণ্য হয়।)

মল-মূত্রের দ্বার দিয়া কিছু বাহির হইলে?

আ'তা (রঃ) তাবেয়ী বলিয়াছেন—মল বা মূত্র দ্বার দিয়া পোকা ইত্যাদি বাহির হইলে পুনঃ অজু করিতে হইবে। জাবের (রাঃ) ছাহাবী বলিয়াছেন—নামাযের মধ্যে হাসিলে নামায পুনরায় পড়িতে হইবে, অজু পুনঃ করিতে হইবে না।*

হাসান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, চুল অথবা নখ কাটিলে অজু নষ্ট হইবে না। তিনি আরও বলিয়াছেন, মুসলমানগণ সব সময়ই (যুদ্ধের ময়দানে) যখম ইত্যাদি নিয়া নামায পড়িতেন। বহু আলেমগণ বলিয়া থাকেন, রক্ত বাহির হইলে অজু নষ্ট হয় না।† একজন আলেম, তাঁহার থুথুর সহিত রক্ত দেখা গেল, তিনি নামায পড়িয়া লইলেন।× শিঙ্গা লাগাইলে ক্ষতস্থান ধুইলেই চলিবে, (গোসল করিতে হইবে না)।

১৩৬। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মসজিদে বসিয়া নামাযের অপেক্ষা করিতে থাকে ঐ সময়টুকু তাহার জন্য নামাযের মধ্যেই গণ্য করা হয়, যাবৎ সে অজু ভঙ্গ না করে। এক ব্যক্তি আবু হোরায়রা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, অজু ভঙ্গকারী কি জিনিষ? তিনি বলিলেন, (যেমন) বায়ু বাহির হওয়া।

---

* কিন্তু সশব্দে জোরে হাসিলে ইমাম আবু হানিফার মতে অজুও ভঙ্গ হইবে।

† যদি শুধু রক্ত দেখা যায় এবং উহা ক্ষতস্থান হইতে বহিয়া পড়ার মত না হয় তবে উহা দ্বারা অজু নষ্ট হইবে না, নতুবা ইমাম আবু হানিফার মতে অজু ভঙ্গ হইবে।

× থুথুর সহিত অতি সামান্য রক্ত মিশ্রিত হইয়াছে, কিন্তু থুথু লালবর্ণ ধারণ করে নাই তবে অজু নষ্ট হইবে না, নচেৎ ইমাম আবু হানিফার মতে অজু ভঙ্গ হইবে।

অজুর সময় অন্যে পানি ঢালিয়া দেওয়া

১৩৭। হাদীছ ঃ—মুগীরা (রাঃ) এক ছফরে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন ; রসুলুল্লাহ (দঃ) মল ত্যাগ করিয়া আসিয়া অজু করিলেন, মুগীরা (রাঃ) তাঁহাকে পানি ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। তিনি মুখ ও দুই হাত ধুইলেন, মাথা মছেহ করিলেন এবং চামড়ার মোজা পায়ে ছিল, উহার উপর মছেহ করিলেন।

অজু ছাড়া কোরআন শরীফ পড়া যায়

ইব্রাহিম নাখয়ী নামক বিশিষ্ট তাবেয়ী বলিয়াছেন, গোসলখানায় কোরআনের আয়াত পড়া যায় এবং বিনা অজুতে কোরআন শরীফের আয়াত সম্মিলিত বিষয় লিখিতে পারা যায়। তিনি আরও বলিয়াছেন, গোসলখানার ভিতর কেহ উলঙ্গ অবস্থায় না থাকিলে তাহাকে সালাম করা যায়। অন্যথায় সালাম করা চাই না।

উল্লিখিত পরিচ্ছেদের মূল মছআলাটি ১০৯ নং হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে। উক্ত হাদীছে আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিদ্রা হইতে গভীর রাত্রে উঠিয়া দশটি আয়াত তেলাওত করিতেন।

বেহুশ না হইয়া মাথায় চক্র আসায় অজু নষ্ট হইবে না

১৩৮। হাদীছ ঃ—আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহুর মেয়ে আসমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা সূর্য্যগ্রহণ হইল, আমি আমার ভগ্নি আয়েশার নিকট আসিয়া দেখিলাম—সকলেই নামায পড়িতেছেন। ঐ সঙ্গে আয়েশা (রাঃ)ও শরীক হইয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ব্যাপার? তিনি سبحان الله পড়িলেন এবং হাত দ্বারা আকাশের প্রতি ইশারা করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লার কুদরতের বড় নিদর্শন (প্রকাশের কারণে এই নামায)? তিনি ইশারায় বলিলেন, হাঁ। রসুলুল্লাহ (দঃ) নামায পড়াইতেছিলেন; আমিও নামাযে শরীক হইলাম। হযরত (দঃ) অত্যধিক লম্বা নামায পড়াইলেন। (দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে) আমার মাথায় চক্র আসিয়া গেল, এমন কি আমি আমার পার্শস্থ একটি মশক হইতে মাথায় পানি দিতে লাগিলাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) যখন নামায শেষ করিলেন তখন সূর্য্যগ্রহণ ছাড়িয়া গিয়াছিল। নামাযান্তে তিনি ওয়াজ করিলেন—আল্লার প্রশংসা ইত্যাদি করার পর বলিলেন, আল্লার সৃষ্টি যত কিছু আছে এই সময়ে সব কিছু আমাকে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এমনকি বেহেশত-দোযখও দেখান হইয়াছে এবং আমাকে অহী দ্বারা খবর দেওয়া হইয়াছে যে, তোমাদের প্রত্যেককে কবরের মধ্যে ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে—প্রত্যেককে কবরের মধ্যে (আমার প্রতি ইশারা করিয়া) প্রশ্নও করা হইবে—এই ব্যক্তির বিষয় কি জান? মোমেন ব্যক্তি বলিবে, তিনি

আল্লার রসুল, তিনি মোহাম্মদ (দঃ) ; দুনিয়াতে আমাদের নিকট আল্লার হুকুম-আহকাম ও হেদায়েত নিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছিলাম, তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলাম, তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলাম, তাঁহাকে সত্যবাদী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। তখন ঐ মৃত ব্যক্তিকে বলা হইবে, আরামে শুইয়া থাকুন; প্রকৃত পক্ষেই আপনি তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছিলেন। আর যে মৃত ব্যক্তি মোনাফেক হইবে তাহাকে ঐরূপ প্রশ্ন করা হইলে সে বলিবে, আমি কিছুই বুঝি নাই, অন্যান্য লোকদিগকে যাহা বলিতে শুনিয়াছিলাম, আমিও সেরূপ বলিয়াছিলাম। তখন ঐ মোনাফেকের উপর ভীষণ আজাব আরম্ভ হইয়া যাইবে।

অজুর মধ্যে পূর্ণ মাথা একবার মছেহ করা এবং টাখ্‌না পর্য্যন্ত পা ধোয়া

বিশিষ্ট তাবেয়ী সায়ীদ এবনুল-মোছাইয়্যেব (রঃ) বলিয়াছেন, মেয়েলোকও পুরুষের ন্যায় মাথা (একবারই) মছেহ করিবে!

১৩৯। **হাদীছ ঃ**— এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদকে বলিল, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অজু কিরূপে করিতেন তাহা আপনি দেখাইতে পারেন কি? তিনি বলিলেন হাঁ, এই বলিয়া পানি আনাইলেন এবং হাতের উপর পানি ঢালিয়া দুইবার হাত ধৌত করিলেন, তারপর তিনি কুল্লি করিলেন ও নাকে পানি দিলেন, তারপর মুখ ধুইলেন, দুই হাত দুইবার কনুই পর্য্যন্ত ধুইলেন, তারপর দুই হাত দ্বারা একবার মছেহ করিলেন—সম্মুখের দিক হইতে আরম্ভ করিয়া পেছনের দিকে গর্দান পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন এবং পিছন হইতে সম্মুখ দিকে ঐস্থান পর্য্যন্ত আনিলেন যেস্থান হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তারপর দুই পা টাখ্‌না পর্য্যন্ত ধৌত করিলেন।

মছআলাহ ঃ— নারী-পুরুষ সকলের জন্যই অজুর মধ্যে মাথা মছেহ শুধু একবারই করা চাই; বিভিন্ন হাদীছে শুধু একবার মছেহ করাই উল্লেখ আছে। সুতরাং একবারের বেশী করিবে না।

● জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁহার মেছওয়াক ভিজান পানি দ্বারা অজু করিতে দিতেন।

অজুর ব্যবহৃত পানি অন্য কাজে ব্যবহার করা

১৪০। **হাদীছ ঃ**—আবু জোহায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ছফরে একদা দ্বিপ্রহরে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদের সম্মুখে তশরীফ আনিলেন। তাঁহার জন্য অজুর পানি আনা হইল; তিনি অজু আরম্ভ করিলেন। সকলে তাঁহার ব্যবহৃত পানি লইয়া শরীরে মলিতে লাগিল। নবী (দঃ) জোহরের নামায দুই রাকাত পড়িলেন,

আছরের নামাযও (কছর) দুই রাকাত পড়িলেন; নামাযের সময় তাঁহার সম্মুখে একটি লাঠি খাড়া করা হইয়াছিল।

১৪১। হাদীছ ঃ— আবু মুছা (রাঃ) বলেন, যেয়েররানা নামক স্থানে আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম, বেলাল (রাঃ)ও সঙ্গে ছিলেন। এক গ্রাম্য ব্যক্তি হযরতের (দঃ) নিকট আসিয়া বলিল, আপনি আমাকে দান করিবার ওয়াদা করিয়াছিলেন, এখনই উহা পূরণ করুন। নবী (দঃ) বলিলেন, (সত্বরই উহা পাইবার) "সুসংবাদ গ্রহণ কর", সে উত্তর করিল, "সুসংবাদ গ্রহণ কর" একথা আপনি বহুবার বলিয়াছেন। এই উত্তরে নবী (দঃ) রাগান্বিত অবস্থায় আবু মুছা ও বেলালের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, সে সুসংবাদ ফেরত দিল, তোমরা গ্রহণ কর। আমরা আরজ করিলাম, নিশ্চয় আমরা গ্রহণ করিলাম। তারপর তিনি একটি পাত্র ভরিয়া পানি আনিতে বলিলেন; আমরা তৎক্ষণাৎ আনিলাম। তিনি (অজু করিতে) ঐ পাত্রের মধ্যেই দু-হাত ও মুখ ধুইলেন এবং উহার মধ্যেই কুল্লিও ফেলিলেন, (পানি বেশী ছিল না।) তারপর বলিলেন, তোমরা দুইজন এই পানি পান কর এবং মুখ ও সীনার উপর ঢাল; আর (ইহ-পরকালের সুখ শান্তির) সুসংবাদ গ্রহণ কর। আমরা ঐরূপ করিলাম। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্ত্রী উম্মে-ছালমা (রাঃ) পর্দার আড়াল হইতে বলিলেন, তোমাদের মাতার (তথা আমার) জন্য এই পানি একটু রাখিও; আমরা রাখিয়া দিলাম।

এরূপ ঘটনা অনেক দেখা গিয়াছে যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অজু করাকালে ছাহাবীগণ তাঁহার ব্যবহৃত পানি লইবার জন্য ভীষণ ভীড় করিতেন।

১৪২। হাদীছ ঃ—ছায়েব ইবনে এযীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার খালা আমাকে নিয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! এ আমার ভাগিনা, অসুস্থ। নবী (দঃ) আমার মাথার উপর হাত বুলাইলেন এবং বরকতের দোয়া করিলেন। তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া রহিলাম; এমতাবস্থায় তাঁহার দুই কাঁধের মধ্যস্থলে মোহরে-নবুওত দেখিতে পাইলাম—পাখীর ডিম্বের সমান।

স্ত্রীর সঙ্গে এক পাত্রে বা কোন মহিলার ব্যবহারের অবশিষ্ট পানি দ্বারা অজু করা

ওমর ফারুক (রাঃ) গরম পানির দ্বারা অজু করিয়াছেন এবং তিনি দরকার বশতঃ এক নাছরানী মেয়েলোকের ঘর হইতে পানি লইয়া অজু করিয়াছিলেন।

১৪৩। হাদীছ ঃ—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় স্বামী-স্ত্রী এক পাত্রে অজু করিয়া থাকিত। (অর্থাৎ স্ত্রীলোক কোন পাত্রের পানি দ্বারা অজু করিলে অবশিষ্ট পানি পুরুষের জন্য অজুর অনুপযোগী বিবেচিত হইবে না।)

অজুর ব্যবহৃত পানি নাপাক নহে

১৪৪। হাদীছ ঃ— জাবের (রাঃ) বলেন আমি অসুস্থ হইয়া বেহুশ অবস্থায় ছিলাম রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে দেখিতে আসিলেন এবং অজু করিয়া ব্যবহৃত পানি আমার উপর ঢালিয়া দিলেন আমার হুশ ফিরিয়া আসিল। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আমার মীরাস কে পাইবে? আমার মাতা-পিতা বা কোন ছেলে-মেয়ে নাই। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন উত্তর দিলেন না! ঐ সময়ই মীরাসের আয়াত নাযিল হইল।

পাথরের, কাঠের বা পিতলের পাত্রে অজু করা

১৪৫। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা (হযরতের মজলিস সময়) নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইল; যাহাদের বাড়ী নিকটবর্তী ছিল তাহারা অজু করার জন্য বাড়ীতে চলিয়া গেল। কিছু লোক বাকী থাকিল, তাহাদের অজুর ব্যবস্থা ছিল না। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে পাথরের একটি ছোট পাত্রে পানি হাজির করা হইল। পাত্রটি এতই ছোট ছিল যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উহার ভিতরে হাত ঢুকাইলেন, কিন্তু হাত মেলিতে পারিলেন না। তাঁহার অঙ্গুলির নীচ হইতে পানি উথলাইয়া উঠিতে লাগিল; সকলেই ঐ পানি দ্বারা অজু করিল। আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বলিলেন, আমরা আশি জন কিংবা আরও অধিক ছিলাম।

১৪৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদের বাড়ীতে তশরীফ আনিলেন, আমরা একটি পিতলের পাত্রে পানি হাজির করিলাম। হযরত (দঃ) ঐ পানি দ্বারা অজু করিলেন। মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করিলেন এবং উভয় হাত কনুই পর্য্যন্ত দুই দুইবার ধুইলেন এবং মাথা সম্মুখ হইতে পিছনের দিক, পিছন হইতে সম্মুখের দিক মছেহ করিলেন, তারপর পা ধৌত করিলেন।

এক সের পরিমাণ পানি দ্বারা অজু করা

১৪৭। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম প্রায় চারি সের পরিমাণ পানি দ্বারা গোসল করিতেন এবং প্রায় এক সের পানি দ্বারা অজু করিতেন।

১৪৮। হাদীছ ঃ—সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম চামড়ার মোজার উপর মছেহ করিতেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ওমর (রাঃ)কে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন, নিশ্চয়ই; সায়াদ (রাঃ) যাহা বর্ণনা করেন তাহা অন্য কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করিবার দরকার হয় না।

চামড়ার মোজার উপর মাছেহ করা*

১৪৯। হাদীছ ঃ— আমর ইবনে উমাইয়া (রাঃ) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে চামড়ার মোজার উপর এবং পাগড়ীর উপর মছেহ করিতে দেখিয়াছি ❁

১৫০। হাদীছ ঃ—মুগীরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এক ছফরে ছিলাম, তাঁহাকে অজু করাইবার সময় আমি তাঁহার চামড়ার মোজা খুলিবার জন্য উদ্যত হইলাম। তিনি বলিলেন, মোজা খুলিতে হইবে না, আমি অজু অবস্থায় ইহা পায়ে দিয়াছিলাম, এই বলিয়া হযরত (দঃ) মোজার উপর মছেহ করিলেন।

গোশত ইত্যাদি খাইলে অজু নষ্ট হয় না

আবু বকর (রাঃ), ওমর (রাঃ) এবং ওসমান (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ গোশত খাইয়া নূতন অজু করিতেন না। (গোশত খাওয়ার পুর্বের অজুতেই নামায পড়িতেন।)

১৫১। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদিন বকরীর গোশত খাইলেন এবং নূতন অজু না করিয়াই নামায পড়িলেন।

১৫২। হাদীছ ঃ— আমর ইবনে উমাইয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—তিনি দেখিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বকরীর একটি ভুনা করা আস্তা রান হইতে ছুরি দ্বারা কাটিয়া খাইতেছিলেন, তাঁহাকে নামাযের জন্য খবর দেওয়া হইলে তিনি উহা ফেলিয়া নামাযের জন্য চলিয়া গেলেন, নূতন অজু করিলেন না।

১৫৩। হাদীছ ঃ—মায়মুনা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা বকরীর রানের গোশত খাইয়া নামায পড়িলেন, নূতন অজু করেন নাই।

ছাতু, দুগ্ধ ইত্যাদি খাইয়া কুলি করা আবশ্যক, পুনরায় অজু করিতে হইবে না+

১৫৪। হাদীছ ঃ—সোয়ায়েদ ইবনে নোমান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খায়বরের যুদ্ধে যাইবার সময় উহার নিকটবর্তী ছাহবা নামক স্থানে পৌঁছিয়া আছরের নামায পড়িলেন। নামাযান্তে প্রত্যেতকেই নিজ নিজ

---

* আমাদের দেশীয় সুতি, নাইলন বা পশমী মোজার উপর মছেহ করা কোন প্রকারেই জায়েয নহে; তাহা করা হইলে অজু শুদ্ধ হইবে না এবং নামাযও হইবে না। চামড়ার মোজার উপর মছেহ করাও অনেকগুলি শর্ত সাপেক্ষে জায়েয হয়।

❁ মাথায় যে এক চতুর্থাংশ মছেহ করা ফরজ তাহা মাথার উপর অবশ্যই করিতে হইবে, বাকী সম্পূর্ণ মাথা মছেহ করা যাহা মোস্তাহাব তাহা পাগড়ীর উপর হইতে পারে।

+ উক্ত দুইটি শিরোনাম এই জন্য দেওয়া হইয়াছে যে, কোন কোন হাদীছে বর্ণিত আছে, অগ্নিস্পর্শিত বস্তু খাইলে বা পান করিলে অজু ভঙ্গ হইয়া যায়; সুতরাং এইখানে দেখানো হইল যে, প্রকৃত পক্ষে অজু ভঙ্গ হয় না। হাঁ—পুনরায় অজু করিয়া লওয়া মোস্তাহাব।

খাবার বস্তু বাহির করিতে বলিলেন। সকলেই ছাতু আনিল এবং সব এক সঙ্গে পানি দ্বারা গোলা হইল ; রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খাইলেন এবং সকলেই খাইল। তারপর হযরত (দঃ) মাগরিবের নামাযের জন্য তৈয়ার হইলেন এবং শুধু কুল্লি করিয়া নামায পড়িলেন, নূতন অজু করিলেন না।

১৫৫। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দুগ্ধ পান করিয়া কুল্লি করিলেন, অতঃপর বলিলেন, ইহা তৈলাক্ত বস্তু। (সেই জন্য উহা পান করিয়া কুল্লি করা আবশ্যক)।

নিদ্রায় অজু ভঙ্গ হয়, তন্দ্রায় অজু নষ্ট হয় না

১৫৬। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কাহারও যদি নামাযের মধ্যে তন্দ্রা আসে তবে নামায স্থগিত রাখিয়া নিদ্রা যাওয়া উচিৎ। কারণ, তন্দ্রাবস্থায় নামায পড়িলে কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিবে না, এমনকি এস্তেগফার করিতে অর্থাৎ গোনাহ মাফ চাহিতে যাইয়া হয় তো বদ-দোয়ার শব্দ মুখে আসিয়া যাইবে। (কারণ তন্দ্রাবস্থায় পুর্ণ হুশ-জ্ঞান বহাল থাকে না।)

১৫৭। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কাহারও তন্দ্রা আসিলে শুইয়া পড়া উচিৎ। (পুর্ণ হুশ ফিরিয়া আসে এবং কি বলিতেছে তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারে—এইরূপ অবস্থা লইয়া নামায পড়া চাই।

মছআলাহ ঃ—যদি বসা বা দাঁড়ান অবস্থায় তন্দ্রা আসিয়া শুধু মাথা নড়াচড়া করে কিম্বা নামাযে রুকু সেজদা অবস্থায় তন্দ্রা আসে, কিন্তু হাত-পা ঢিলা হইয়া রুকু সেজদার ছুন্নত আকার ভাঙ্গিয়া না পড়ে তবে অজু নষ্ট হইবে না।

শোয়া অবস্থায় তন্দ্রা আসিলে অজু ভঙ্গ হইবে। অবশ্য যদি এত হাল্কা তন্দ্রা হয় যে, নিকটের কথাবার্তা অধিকাংশই শুনিয়া ও বুঝিয়া থাকে, তবে অজু নষ্ট হইবে না। কিন্তু অনেক সময় শোয়া অবস্থায় মানুষ তাহার তন্দ্রাকে হাল্কা মনে করে, অথচ তাহার উপর এমন মুহূর্তও গিয়াছে যখন তাহার তন্দ্রা গাঢ় হইয়াছিল, কিন্তু অল্প সময় ঐরূপ ছিল বলিয়া উহা তাহার লক্ষ্যে আসে নাই—এরূপ ক্ষেত্রে অজু ভঙ্গ হইবে; সুতরাং সতর্কতা অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। (শামী, ১—১৩২)

অজু ভঙ্গ না হইলেও পুনঃ নূতন অজু করা*

১৫৮। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের সময়ই অজু করিতেন। আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনারা (ছাহাবীগণ) কিরূপ করিতেন? তিনি বলিলেন, আমরা সাধারণতঃ এক অজু ভঙ্গ হইলেই নূতন অজু করিতাম।

(নোটটি অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রস্রাবের ছিটা-ফোঁটা হইতে সতর্ক না থাকা কবীরা গোনাহ

১৫৯। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একটি বাগানের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তথায় তিনি দুইটি কবরের মধ্য হইতে কবরবাসীদের বিকট চীৎকারের শব্দ শুনিতে পাইলেন; তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইতেছিল। তিনি বলিলেন, ঐ কবরবাসীদিগকে আজাব করা হইতেছে; তাহা যদিও কোন কঠিন কাজের জন্য নয়, তবে গোনাহ অতি বড় ছিল। এক ব্যক্তি প্রস্রাব হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিত না।+ দ্বিতীয় ব্যক্তি চোগলখোরী (গোপনে কাহারও বিরুদ্ধে লাগানো-কাজ) করিত। এই বলিয়া তিনি একটি খেজুর ডালা দুই খণ্ড করিয়া দুই কবরে গাড়িয়া দিলেন। এক ব্যক্তি আরজ করিল, এরূপ কেন করিলেন? হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি আশা করি ডালা দুইটি শুষ্ক না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের আজাব আল্লার তরফ হইতে লাঘব করা হইবে।

মছআলাহ ঃ—প্রস্রাবের পরে পানি ব্যবহার করা আবশ্যক। (৩৫ পৃঃ ১১৭ হাঃ)

মধ্যভাগে কাহারও প্রস্রাব বন্ধ করাইবে না

১৬০। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক বেদুইনকে দেখিলেন, মসজিদের কিনারায় প্রস্রাব করিতেছে; আর লোকেরা তাহাকে তিরস্কার করিতেছে এবং তাহার প্রতি ছুটিয়া যাইতেছে। নবী (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, তাহার প্রস্রাব বন্ধ করিও না, তাহাকে তাহার অবস্থার উপর ছাড়। সে প্রস্রাব শেষ করিলে পর নবী (দঃ) এক ডোল পানি আনাইয়া ঐ প্রস্রাবের উপর বহাইয়া দিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—হঠাৎ মধ্যভাগে প্রস্রাব বন্ধ করাইলে অনেক ক্ষেত্রে প্রস্রাব বন্ধের রোগ হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন সে ঐ অবস্থায় উঠিয়া দৌড়িলে মসজিদের অধিক স্থান নাপাক হইবে।

মসজিদের খালি মাটিতে প্রস্রাব করা হইলে

১৬১। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক বদ্দু (বেদুইন) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে আসিয়া এক কোণে প্রস্রাব করিতে লাগিল; ইহাতে সকলেই তাহাকে ধমক দিতে আরম্ভ করিল। নবী (দঃ) তাহাদিগকে এরূপ করা

---

* এক অজু দ্বারা কোনও এবাদত না করিয়া নূতন অজু করায় বাধা আছে, তবে হাঁ—কোন এবাদত করার পর ঐ অজু নষ্ট না হইলেও নূতন অজু করা যায়, বরং নূতন নূতন অজু দ্বারা প্রত্যেক ওয়াক্তের নামায পড়া উত্তম। তবে নূতন অজু না করিয়া পুরাতন অজু দ্বারাও নামায পড়া যায়; ১৫৪নং হাদীছে উহার বর্ণনা রহিয়াছে।

+ প্রস্রাবের পর ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার সরাসরিরূপে যদিও কোন ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত না হয়, তথাপি বর্তমানে নানাপ্রকার দৈহিক ও স্নায়বিক দুর্বলতার যুগে এই হাদীছের সতর্কবাণীর দ্বারাই উহা ব্যবহারের আবশ্যকতা প্রমাণিত হয়।

হইতে বিরত রাখিলেন এবং বলিলেন, এই অবস্থায় তাহাকে বাধা দিও না। প্রস্রাব শেষ করার পর তিনি বেদুইনটিকে নিকটে ডাকিয়া আনিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, মসজিদ-সমূহ আল্লার জেকের, নামায ও কোরআন তেলাওয়াতের স্থান; ইহাতে মল-মূত্রাদি ত্যাগ করার অবকাশ নাই। অতঃপর ছাহাবীগণকে আদেশ করিলেন, এক ডোল পানি আনিয়া এই স্থানে ঢালিয়া দাও। তোমরা (মুসলিম জাতি) জগদ্বাসীর প্রতি উদারতার আদর্শরূপে আবির্ভূত হইয়াছ; কর্কশ ব্যবহারের জন্য নয়। তারপর এক ডোল পানি ঐ স্থানে বহাইয়া দেওয়া হইল।

শিশুর প্রস্রাবও ধৌত করিতে হইবে

১৬২। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে এক ব্যক্তি একটি কচি শিশু লইয়া হাজির হইল। (হযরত (দঃ) শিশুটিকে কোলে লইলেন) সে হযরতের কাপড়ে প্রস্রাব করিয়া দিল। হযরত (দঃ) পানি আনাইলেন এবং প্রস্রাবের স্থানটুকুতে পানি ঢালিয়া দিলেন।

১৬৩। হাদীছ ঃ—উম্মে-কায়স নাম্নী মহিলা দুগ্ধপোষ্য ছেলেকে লইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিল। নবী (দঃ) শিশুটিকে কোলে বসাইলেন, সে তাঁহার কাপড়ে প্রস্রাব করিল। তিনি পানি আনাইয়া মামুলীভাবে উহা ধুইলেন। অধিক তৎপরতার সহিত ধুইলেন না।

প্রয়োজনে কোন ব্যক্তিকে নিকটে রাখিয়া প্রস্রাব করা

১৬৪। হাদীছ ঃ—হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমি একদিন হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে চলিতেছিলাম। তিনি মহল্লার আবর্জনা ফেলিবার স্থানের নিকটে আসিয়া একটি দেওয়ালমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিলেন। আমি দূরে সরিয়া যাইতেছিলাম, তিনি আমাকে ইশারা করিয়া ডাকিলেন; আমি নিকটে হাজির হইয়া তাঁহার (পিঠের প্রতি পিঠ দিয়া বিপরীতমুখী) পায়ের নিকটবর্তী দাঁড়াইয়া রহিলাম। (সম্মুখ দিকের পর্দা ছিল দেওয়াল এবং পিছন দিকে হোযায়ফা (রাঃ)কে দাঁড় করাইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) পর্দার ব্যবস্থা করিলেন; দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করার দরুণ কাপড় একটু বেশী উঠিবে।)

(ওজর বশতঃ) দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করা

১৬৫। হাদীছ ঃ—আবু মুছা (রাঃ) প্রস্রাবের সময় অতি মাত্রায় সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। (এমনকি প্রস্রাবের সূক্ষ্ম ছিটা হইতে বাঁচিবার জন্য তিনি বোতলে প্রস্রাব করিতেন।) হোযায়ফা (রাঃ) বলিলেন, সতর্কতা অবলম্বনের সীমা অতিক্রম না করাই উত্তম। আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে দেখিয়াছি, লোকদের আবর্জনা ফেলিবার স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিলেন।

(উপরের হাদীছ এবং এই হাদীছ উভয় হাদীছে হযরতের একই ঘটনা।)

ব্যাখ্যা ঃ—ঐ একবারই মাত্র হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন বিশেষ ওজর বশতঃ দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিয়াছিলেন; নতুবা তিনি সর্বদাই বসিয়া প্রস্রাব করিতেন। তিরমিযি ও নাছায়ী শরীফের হাদীছে আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি কেহ এরূপ বলে যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিতেন, তবে সে মিথ্যাবাদী। রসুলুল্লাহ (দঃ) সর্বদাই বসিয়া প্রস্রাব করিতেন। তিরমিযি ও ইবনে মাজা শরীফের আর একটি হাদীছে আছে—ওমর (রাঃ) বলেন, আমি একদিন দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিতেছিলাম, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইহা দেখিয়া আমাকে সতর্ক করিয়া দিলেন—হে ওমর! দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিও না। অতঃপর আমি আর দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করি নাই। ছাহাবী ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন—দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করা ইসলামী রীতি ও সভ্যতার পরিপন্থী।

ইমাম বোখারী (রঃ) এই ১৬৫নং হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, অন্যের জায়গায় বিনা অনুমতিতে প্রস্রাব করা যায় যদি ঐরূপ জায়গা হয় যেখানে প্রস্রাব করায় সাধারণতঃ আপত্তি হয় না।

কোন স্থানে রক্ত লাগিলে উহা ধুইতে হইবে

১৬৬। হাদীছ ঃ—আসমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একটি নারী হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হায়েজের রক্ত কাপড়ে লাগিলে কি করিতে হইবে? নবী (দঃ) বলিলেন, প্রথমে উহাকে নখ দ্বারা আঁচড়াইয়া ফেলিবে; তারপর ঐ স্থানটি পানি দ্বারা মর্দন করিয়া ধৌত করিবে; এরূপ করিলে ঐ কাপড় দ্বারা নামায পড়িতে পারিবে।

কাপড়ে বীর্য্য লাগার স্থান ধুইয়া শুষ্ক হওয়ার পূর্বে নামায পড়া

১৬৭। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কাপড় হইতে বীর্য্য ধুইয়া ফেলিতাম এবং ঐ ভিজা স্থান শুষ্ক হইবার পূর্বেই নবী (দঃ) ঐ কাপড় পরিধান করিয়া নামায পড়িতে যাইতেন।

উট, বকরী ইত্যাদি হালাল জানোয়ারের প্রস্রাব*

মছআলাহ ঃ— অধিকাংশ ইমামগণের মতে হালাল পশুর মূত্রও উহার মলের ন্যায় নাপাকই বটে, অতএব উহা হারাম পরিগণিত; খাদ্যে বা পানীয়ে উহার কিঞ্চিৎও যদি

---

* এই পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হাদীছ সমূহের দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হয় না যে, হালাল জানোয়ারের মল-মূত্র পাক। এতদ্ভিন্ন হাদীছে এরূপ বিবরণও আছে, যদ্বারা হালাল ও হারাম সমস্ত জানোয়ারেরই মল ও মূত্র উভয়ই নাপাক বলিয়া প্রমাণিত হয়।

মিশ্রিত হয় তবে সেই খাদ্য ও পানীয় হারাম নাপাক হইয়া যাইবে। অবশ্য উহা ঔষধরূপে ব্যবহার সম্পর্কে বিধান উহাই যাহা হারাম বস্তু ঔষধরূপে ব্যবহারের জন্য শরীয়তে বিদ্যমান রহিয়াছে।

ঐ মল-মূত্র যদি মাটিতে পড়ে এবং সেই মল-মূত্রের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া মাটি শুষ্ক হইয়া যায়, মল-মূত্রের রং বা গন্ধ মাটির মধ্যে মোটেই না থাকে তবে সেই মাটির উপর কোন বিছানা ছাড়াও নামায শুদ্ধ হইবে। আর যদি মল-মূত্রের অস্তিত্ব বা রং-গন্ধ মাটিতে বিদ্যমান থাকে তবে সেই মাটি নাপাক; উহার উপর বিছানা ছাড়া নামায শুদ্ধ হইবে না। অবশ্য উহার উপর পাক বিছানা বিছাইয়া নিলে বিছানার উপর নামায শুদ্ধ হইবে। কিন্তু নাপাক সমাবেশিত স্থানে নামায পড়া মকরূহ (শামী, ১—৩৫৩ দ্রষ্টব্য)। অতএব অতি বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে এইরূপ স্থানে নামায না পড়িয়া অন্যস্থানে নামায পড়াই শ্রেয় ও কর্তব্য।

উট-বকরি ইত্যাদি হালাল পশুর মল-মূত্র এবং ঘোড়ার শুধু মূত্র সম্পর্কে এবং তাহাও কেবল কাপড়ে বা শরীরে লাগিবার ব্যাপারে একটি বিশেষ বিবরণ আছে যে—উহা এমন নাপাক যাহাকে শরীয়তের পরিভাষায় নাজাছাত-খফিফা বলা হয়। এই নাপাক শরীরের যেই অঙ্গে লাগে; যেমন—হাতে, পায়ে, মাথায় বা পিঠে। কিম্বা কাপড়ের যেই অংশে লাগে; যেমন—হাতায় বা সম্মুখের বা পেছনের অংশে; সেই অঙ্গের বা অংশের চতুর্থাংশের কম পরিমাণের হইলে উহা না ধুইয়া নামায শুদ্ধ হইবে। অবশ্য উহাকে না ধুইয়া নামায পড়িতে থাকিলে নামায মকরুহ হইবে (বেহেশতী জেওর, ২—২)। উহা ধুইয়া ফেলা উত্তম (শামী, ১—২৯১)।

ছাহাবী আবু মুছা (রাঃ) একবার ছফরের সময় রাস্তায় ডাক বিভাগের বাংলায় নামায পড়িলেন; তথায় ডাকবাহী ঘোড়া বাঁধা হইত; (সেখানে উহার মল-মূত্র থাকা সম্ভব ছিল; এতদসত্ত্বেও তিনি ঐস্থানে নামায পড়িলেন।) নিকটেই খোলা ময়দান ছিল, তথায় যাওয়া আবশ্যক মনে করিলেন না; বলিলেন, এখানে কিম্বা ওখানে নামায পড়া একই বরাবর।

১৬৮। হাদীছঃ— আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনায় আসিয়া প্রথম প্রথম—মসজিদ তৈয়ারীর পূর্বে (দরকার বশতঃ সময় সময়) বকরী রাখিবার ঘরেও নামায পড়িতেন।

ব্যাখ্যাঃ—এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, আজকাল রেলগাড়ী ও জাহাজ ইত্যাদিতে ভ্রমন করার সময় অনেক লোককে দেখা যায় যে, কোনও উত্তম উপযুক্ত স্থান না পাওয়ার অজুহাতে নামায কাজা করিয়া ফেলে; ইহা শয়তানী ধোকা মাত্র। কারণ, উক্ত হাদীছ ও ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অবস্থা ভেদে যখন যেরূপ

স্থান পাওয়া সম্ভব হয় তখন সেখানেই নামায পড়িতে দ্বিধা করা উচিত নহে, যাবৎ স্থানটি নাপাক প্রমাণিত না হয়।

পানি, ঘৃত ইত্যাদিতে নাপাক পড়িলে ?

ইমাম যুহরী বলিয়াছেন, নাপাক বস্তুর দ্বারা পানির স্বাদ, গন্ধ বা রং পরিবর্তিত না হইলে পানি নাপাক হইবে না।✿ তিনি আরও বলিয়াছেন, আমি বহু আলেমকে দেখিয়াছি—তাঁহারা মৃত হাতী প্রভৃতির হাড্ডি দ্বারা চিরুণী, তৈলের বাটি ইত্যাদি তৈয়ার করিয়া ব্যবহার করিতেন।

ইবনে ছীরীন (রঃ) বলিয়াছেন, মৃত হাতীর দাঁতের ব্যবসা করা দুষণীয় নয়। ইমাম হাম্মাদ বলিয়াছেন, মৃত জানোয়ারের পশম পাক।

১৬৯। হাদীছ ঃ—মায়মুনা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, ঘৃতের মধ্যে ইঁদুর পড়িলে কি করিতে হইবে ? হযরত (দঃ) বলিলেন, ইঁদুরটি ফেলিয়া দিয়া উহার চতুষ্পার্শ্বের ঘৃত ফেলিয়া দাও, বাকী ঘৃত খাইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা ঃ— ইহা জমাট ঘৃতের মছআলাহ; উক্ত মছআলা কেবলমাত্র জমাট ঘৃতের বেলায়ই প্রযোজ্য। কেননা, তরল ঘৃতের চারি পার্শ্ব হইতে ঘৃত ফেলিবার উপায় নাই।

অপ্রবাহিত বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করা

১৭০। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বদ্ধ পানিতে কেহ প্রস্রাব করিও না কেননা, উহাতে গোসল ইত্যাদি করিতে হইবে।

নামাযরত অবস্থায় শরীরে নাপাক বস্তু পতিত হইলে *

১৭১। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কাবা শরীফের নিকট নামায পড়িতেছিলেন। দুষ্ট আবু জাহল

✿ এ বিষয়ে অধিকাংশ ইমামগণের মত এই যে, পানি কম হইলে সামান্যতম নাপাকির দরুনও উহা নাপাক হইয়া যাইবে, যদিও নাপাক বস্তুর কোন নিদর্শন পানির মধ্যে প্রকাশিত না হইয়া থাকে। অবশ্য পানি বেশী বা প্রবাহমান হইলে সে স্থলে নাপাক বস্তুর নিদর্শন পানির মধ্যে প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত পানি নাপাক হইবে না।

* আবু হানিফা, শাফেয়ী, আহমদ, মালেক প্রমুখ ইমামগণের সকলের মতই এই যে, নামাযের সময় নাপাকির সংস্পর্শন ঘটিলেই নামায ফাছেদ হইয়া যাইবে, ঐ নাপাকি দূর করিয়া পুনরায় নামায পড়িতে হইবে। কারণ হাদীছের মধ্যে স্পষ্ট উল্লেখ করা হইয়াছে—"পাক হওয়া ব্যতীত নামায হইতে পারে না।" কিন্তু এখানে উল্লেখিত হাদীছে যে ঘটনাটি বর্ণনা করা হইয়াছে উহা ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনা। ইহার পর শরীয়তের হুকুম-আহকামে অনেক রদ-বদল হইয়াছে, যেমন—প্রথমে নামাযের মধ্যে কথা বলা জায়েয ছিল, পরে উহা মনছুখ (রহিত) হইয়াছে।

ও তাহার সাঙ্গপাঙ্গরা নিকটেই বসিয়া ছিল। হঠাৎ তাহাদের মধ্য হইতে কেহ বলিয়া উঠিল, অমুক মহল্লায় আজ উট জবেহ করা হইয়াছে; ঐ উটের নাড়িভুঁড়িগুলি আনিয়া মোহাম্মদ যখন সেজদায় যায়, তখন তাহার পিঠের উপর কে রাখিয়া দিতে পারিবে? তাহাদের মধ্যে সব চাইতে বড় হতভাগা ও দুষ্ট প্রকৃতির যে লোকটি ছিল, সে ঐ অপকর্মের জন্য অগ্রণী ও উদ্যত হইয়া অবিলম্বে উটের নাড়িভুঁড়ি লইয়া আসিল এবং যখন দেখিল, রসুলুল্লাহ (দঃ) সেজদায় গিয়াছেন, তখন উহা তাঁহার পিঠের উপর রাখিয়া দিল। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, আমি সমস্ত ঘটনা স্বচক্ষে দেখিতেছিলাম, কিন্তু উহাতে বাধা দানের কোন শক্তি ও সুযোগ আমার ছিল না। হতভাগারা ঐ দুষ্কর্ম করিয়া হাসিয়া একে অন্যের উপর লুটোপুটি খাইয়া পড়িতেছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তখনও সেজদাতেই ছিলেন, (জুলুমের দৃশ্য এত বড় ভারী বোঝা হইতে তিনি) মাথা উঠাইতে ছিলেন না। ফাতেমা যোহরা (রাঃ) এই সংবাদ পাইয়া দৌড়িয়া আসিলেন এবং আঁতুড়ীটা হযরতের পিঠের উপর হইতে ফেলিয়া দিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তখন সেজদা হইতে মাথা উঠাইয়া বলিলেন, "হে আল্লাহ! কোরায়েশদিগকে ধ্বংস কর; এইরূপে তিনবার অভিশাপ দিয়া কয়েকজন লোকের নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "হে আল্লাহ! আবু জাহ্‌লকে ধ্বংস কর, ওৎবা ইবনে রবিয়াকে ধ্বংস কর, শায়বা ইবনে রবিয়াকে ধ্বংস কর, ওলীদ ইবনে ওৎবাকে ধ্বংস কর, উমাইয়া ইবনে খালাফকে ধ্বংস কর, ওৎবা ইবনে আবি মোয়াইতকে ধ্বংস কর, (ওমারাহ্ ইবনে ওলীদকে ধ্বংস কর। এই) সপ্তম ব্যক্তির নামও উল্লেখ করিয়াছেন † আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) শপথ করিয়া বলিতেছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যাহাদের নামে অভিশাপ করিয়াছেন, বদরের যুদ্ধে তাহাদের প্রত্যেককেই আমি ধ্বংসাবস্থায় একটি গর্তে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি, যেখানে অন্যান্য কাফেরদেরও লাশ স্তূপীকৃত ছিল।

থুথু ও কফ লাগিলে কাপড় নাপাক হইবে না

১৭২। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদিন হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মসজিদের সম্মুখস্থ দেওয়ালের মধ্যে কফ দেখিতে পাইয়া অত্যধিক রাগান্বিত হইলেন এবং স্বয়ং উঠিয়া যাইয়া নিজ হাতে উহা পরিষ্কার করিলেন এবং বলিলেন, প্রত্যেক নামাযী ব্যক্তি নামায অবস্থায় স্বীয় পালনকর্তার সহিত মোনাজাত ও কথাবার্তায় রত হয় এবং তাহার প্রভু-পওয়ারদেগার যেন সম্মুখে রহিয়াছেন। অতএব

---

† ঐ সকল ব্যক্তি ইসলামের প্রধান শত্রু ও উক্ত ঘটনার সহিত বিশেষভাবে জড়িত ছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে তাঁহার অতি প্রিয় বস্তু নামাযের মধ্যে বাধাদান ও বিরক্ত করায় তিনি প্রাণে ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হন এবং এই জন্যই তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। নতুবা সর্বদাই তাঁহাকে উৎপীড়ন করা হইত; কিন্তু তিনি এত কঠোর আর কখনও হন নাই।

কেবলার দিকে কখনও থুথু ফেলিবে না। থুথু ফেলার বিশেষ প্রয়োজন হইলে বাম দিকে বা বাম পায়ের নীচে ফেলিবে✽ কিম্বা (চাদর ইত্যাদি) কাপড়ের কিনারায় থুথু ফেলিয়া মলিয়া দিবে। (৫৮ পৃঃ)

কোন প্রকার মাদকীয় বস্তু দ্বারা অজু হইবে না

১৭৩। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে সমস্ত পানীয় বস্তুর মধ্যে মাদকতা থাকিবে উহা সবই হারাম।

প্রয়োজনে নারী স্বীয় পিতার শরীর স্পর্শ করিতে পারে

আবুল আলীয়া নামক বিশিষ্ট তাবেয়ী তাঁহার পায়ে ব্যথা হইলে তিনি স্বীয় পুত্র-কন্যাগণকে আদেশ করিলেন, আমার পা মালিশ কর, ব্যথা হইতেছে।

১৭৪। হাদীছঃ— ছাহাবী ছাহ্‌ল (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল—(ওহোদ রণাঙ্গণে) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আহত হইবার পর তাঁহাকে কি বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা হইয়াছিল? তিনি বলিলেন, এবিষয়ে আমার চাইতে অধিক জ্ঞাত এখন আর কেহ নাই। আলী (রাঃ) ঢালের মধ্যে করিয়া পানি আনিতেছিলেন এবং ফাতেমা যোহরা (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখমণ্ডল হইতে রক্ত ধুইয়া ফেলিতেছিলেন। যখন দেখিলেন, রক্ত বন্ধ হইতেছে না, তখন চাটাই পোড়াইয়া উহার ভস্ম ক্ষতস্থানে ভরিয়া দেওয়া হইল।

মেসওয়াক করা

১৭৫। হাদীছঃ—আবু মুছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম, তিনি মেছওয়াক করিতেছিলেন এবং (জিহ্বা পরিষ্কার করিতে মেছওয়াক জিহ্বার উপর চালানোর দরুণ) "ওঃ ওঃ"—শব্দ করিতেছিলেন।

১৭৬। হাদীছঃ— হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রাত্রে তাহাজ্জুদের জন্য উঠিয়া মেছওয়াক দ্বারা মুখ ভালরূপে পরিষ্কার করিতেন।

১৭৭। হাদীছঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি স্বপ্নে দেখিলাম, আমি মেছওয়াক করিতেছি; এমন সময় দুই ব্যক্তি আমার নিকট উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে একজন অধিক বয়স্ক ও অপর জন অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ক। আমি আমার মেছওয়াকখানা অল্প বয়স্ক ব্যক্তিকে দিলাম। আমাকে আদেশ করা হইল মেছওয়াকটি অধিক বয়স্ক ব্যক্তিকে দান করুন। (সে মুরব্বি, তাই মেছওয়াকের ন্যায় সম্মানিত বস্তু তাহারই প্রাপ্য। নবীর স্বপ্ন অহী; যদ্দারা মেছওয়াক সম্মানিত বস্তু বলিয়া প্রমাণিত হইল।)

✽ যেই মসজিদের জমিন পাকা নয় এবং বিছনা ইত্যাদির ব্যবস্থা নাই সেইরূপ স্থানেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব।

অজু অবস্থায় শয়ন করার ফজিলত

১৭৮। হাদছী ঃ—বরা ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যখন তুমি শয়নের জন্য প্রস্তুত হইবে, তখন নামাযের অজুর ন্যায় অজু করিয়া লও, তারপর ডান পার্শ্বের উপর শুইয়া পড় এবং এই দোয়া পাঠ কর—

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ

وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ لَا مَلْجَاَ وَلَا مَنْجَاَ مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ

اَللّٰهُمَّ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ *

এইরূপ শয়ন অবস্থায় মৃত্যু হইলে, তাহার জন্য সুসংবাদ যে, পয়গাম্বরগণের সুন্নত তরীকার উপর তাহার মৃত্যু হইল, কিন্তু শর্ত এই যে, উক্ত দোয়াটি নিদ্রা-পূর্বের শেষ বাক্য হওয়া চাই। (অর্থাৎ এই দোয়া পড়ার পর দুনিয়াদারীর কোন কথা নিদ্রার পূর্বে বলিবে না।) বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন—এই দোয়াটি শিক্ষা করিয়া আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে শুনাইতেছিলাম এবং بنبيك এর স্থলে আমি برسولك পড়িলাম। নবী (দঃ) বাধা দিয়া বলিলেন—بنبيك বল (৯৩৪ পৃঃ)।

দোয়াটির অর্থ ঃ—হে আল্লাহ! আমার জীবনকে তোমার নিকট সমর্পণ করিলাম, আমার গতি ও লক্ষ্য তোমারই প্রতি নিবদ্ধ করিলাম, আমার সর্বস্ব তোমার নিকট সোপর্দ করিলাম এবং তোমার নেয়ামতের প্রতি আকাঙ্ক্ষিত ও তোমার আজাবের ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া তোমারই উপর ভরসা স্থাপন করিলাম; তোমার আজাব হইতে নাজাত ও রক্ষা পাইবার আশ্রয়স্থল তুমি ভিন্ন আর কেহ নাই। হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রেরিত কিতাব এবং তোমার নিয়োজিত নবীর প্রতি ঈমান আনিয়াছি।

---

* দোয়াটির উচ্চারণ এই ঃ—আল্লাহুম্মা আছলাম্তু নফ্ছী ইলাইকা ওয়া ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজ্হী ইলাইকা, ওয়া-ফাওয়াযতু আম্রী ইলাইকা, ওয়া আল্জা'তু জাহ্রী ইলাইকা, রাগবাতাওঁ ওয়া রাহবাতান ইলাইকা; লা-মালজাআ ওয়ালা-মানজাআ মিন্কা ইল্লা ইলাইকা, আল্লাহুম্মা আমান্তু বে-কিতাবেকাল্লাজী আনযাল্তা ওয়া বেনাবিয়্যে কাল্লাযী আরছাল্তা।

——(০)——

চতুর্থ অধ্যায়

গোসল

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে দুই স্থানে জানাবাতের গোসলের আদেশ বিশেষ-ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—ছুরা নেছায় এবং ছুরা মায়েদায়। বোখারী (রঃ) প্রথমে ছুরা মায়েদার (৬ পারা ৬ রুকু) আয়াতটির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন—

وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا.....

(নিম্নস্তরের অপবিত্রতা দূর করার জন্য মুখমণ্ডল, উভয় হাত কনুই পর্য্যন্ত ও পা ধৌত করা এবং মাথা মছেহ করা, এইরূপে অজুর বর্ণনা করিয়া আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে মোমেনগণ!) "আর যদি তোমরা জানাবাত (শুক্রস্খলনে অপবিত্রতা) যুক্ত হইয়া পড় তবে তোমরা (সম্পূর্ণ শরীর ধৌত করতঃ গোসল করিয়া) বিশেষরূপে তাহারাত ও পবিত্রতা হাসিল কর। অবশ্য যদি তোমরা রুগ্ন হও বা পথিক হও এবং তদবস্থায় অজু বা গোসলের আবশ্যকতার সম্মুখীন হও—অথচ পানি ব্যবহারে বা সংগ্রহে অক্ষম হইয়া পড়, তবে মুখ ও হাত মছেহ করতঃ তায়াম্মুম করার জন্য মাটি ব্যবহার কর।" উক্ত আদেশাবলী দেওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা বলেন—

مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ -

অর্থাৎ:—(এ সমস্ত—অজু, গোসল ও তায়াম্মুম ইত্যাদির আদেশ জারি করিয়া) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর কষ্ট-ক্লেশের বোঝা চাপাইতে চান না, বরং তোমাদিগকে পাক-পবিত্র করার ইচ্ছা করেন এবং (দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বশ্রেষ্ঠ) নেয়ামত (তথা দ্বীন-ইসলাম)কে পূর্ণ করিতে চান, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে থাক। ছুরা নেছার (৫ পারা ৪ রুকু) আয়াতটি এই—

وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا -

"জানাবাত অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তীও হইবে না যাবৎ গোসল না কর।"

গোসলের পূর্বে অজু করা

১৭৯। হাদীছঃ আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরজ গোসল করিতে প্রথমে দুই হাত ধৌত করিতেন, তারপর নামাযের অজুর ন্যায় অজু

করিতেন, তারপর হাত পানিতে ভিজাইয়া উহা দ্বারা চুলের গোড়া খেলাল করিতেন। যখন মনে করিতেন যে, চুলের নীচের চামড়া ভালরূপে ভিজিয়াছে তখন তিন কোশ পানি মাথায় ঢালিতেন, তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালিতেন।

এস্থানে ১৮৬ নং হাদীছখানাও ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন।

স্বামী-স্ত্রী একত্রে গোসল করা

১৮০। হাদীছ ঃ— উম্মুল-মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এবং হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একত্রে এক পাত্র হইতে গোসল করিতাম; আমরা একের পর অন্যে উহাতে হাত প্রবেশ করিয়া পানি উঠাইতাম। পাত্রটি কাঠের তৈরী ছিল যাহার মধ্যে প্রায় ১২ সের পানি সঙ্কুলান হইত।

১৮১। হাদীছ ঃ— ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং উম্মুল-মোমেনীন মায়মুনা (রাঃ) এক সঙ্গে একই পাত্র হইতে গোসল করিতেন।

গোসলের পানির পরিমাণ

১৮২। হাদীছ ঃ— আবু সালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমি এবং আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার এক দুধ-ভাই, আয়েশার (রাঃ) নিকট উপস্থিত হইলাম। দুধ-ভাই আয়েশা (রাঃ)কে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গোসলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। আয়েশা (রাঃ) প্রায় চার সের পরিমাণের একটি পাত্র আনিলেন এবং পর্দার আড়ালে থাকিয়া গোসল করিলেন। মাথার উপর হইতে পানি ঢালিলেন।

১৮৩। হাদীছ ঃ— জাবের (রাঃ)কে গোসলের বিষয় জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি বলিলেন, প্রায় চার সের পানি প্রত্যেকের জন্য যথেষ্ট। এক ব্যক্তি বলিল, আমার জন্য যথেষ্ট নয়। তিনি বলিলেন, অতি মহান ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট ছিল যিনি তোমার চেয়ে বহু উর্দ্ধে ছিলেন, তাঁহার মাথার চুলও তোমার চেয়ে বেশী ছিল (অর্থাৎ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম)। অতঃপর জাবের (রাঃ) একটি চাদরে আবৃত হইয়া আমাদেরকে নামায পড়াইলেন।

গোসলের সময় তিনবার মাথায় পানি ঢালা

১৮৪। হাদীছ ঃ— জোবায়ের ইবনে মোতয়েম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দুই হাত দ্বারা ইশারা করিয়া দেখাইতেন; "আমি এই-ভাবে মাথার উপর পানি ঢালিয়া থাকি।"

১৮৫। হাদীছ ঃ— জাবের (রাঃ) বলেন, হাসান নামক ব্যক্তি তাঁহাকে ফরজ গোসলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) তিন কোশ পানি মাথায় ঢালিতেন, তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালিতেন। ঐ ব্যক্তি বলিল, আমার মাথায় চুল অধিক। তিনি বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু অসাল্লামের চুল তোমার চেয়েও বেশী ছিল।

সমস্ত শরীরে একবার পানি ঢালিয়া গোসল করা

১৮৬। হাদীছ ঃ— মায়মুনা (রাঃ) বলেন—একদা আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য পানি রাখিলাম এবং পর্দার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম ; নবী (দঃ) ফরজ গোসল করিলেন। প্রথমে তিনি উভয় হাতে পানি ঢালিয়া দুই বা তিনবার উভয় হাত ধুইলেন, তারপর ডান হাতে পানি উঠাইয়া উহা বাম হাতে লইয়া গুপ্তস্থান এবং যে স্থানে নাপাকি লাগিয়াছে উহা পরিষ্কার করিলেন। তারপর ঐ হাত মাটির সঙ্গে ঘষিয়া ধৌত করিলেন, তারপর কুলি করিলেন ও নাকে পানি দিলেন এবং মুখমণ্ডল ও দুই হাত ধৌত করিলেন—তথা নামাযের অজুর ন্যায় অজু করিলেন ; পা ধোয়া বাকী রাখিলেন।ক অতঃপর তিন বার মাথা ধৌত করিলেন, তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালিয়া দিলেন এবং ঐ স্থান হইতে সরিয়া দুই পা ধুইলেন। তাঁহাকে একটি রুমাল দেওয়া হইল, কিন্তু উহার দ্বারা তিনি শরীর মুছিলেন না, হাত ঝাড়িতে ঝাড়িতে চলিয়া গেলেন। (৩৯ ও ৪২ পৃঃ)

দুধের হাঁড়ি ইত্যাদি পাত্রে পানি লইয়া গোসল করা

অর্থাৎ—যদি কোন পাত্র পাক জিনিষের গন্ধযুক্ত হয়, যেমন দুধের হাঁড়ি ; উহাতে পানি লইয়া গোসল করা যায়।

১৮৭। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন জানাবাতের গোসল করিতেন তখন দুধের হাঁড়ি ইত্যাদির ন্যায় কোন পাত্রে পানি লইয়া ঐ পানি হাতে উঠাইয় প্রথমে মাথার ডান পার্শ্বে, দ্বিতীয়বার মাথার বাম পার্শ্বে, তৃতীয়বার দুই হাতে পানি উঠাইয়া মাথার মধ্যভাগে ঢালিতেন।

হাতে নাপাকী না থাকিলে হাত ধুইবার পূর্বে পানির পাত্রে হাত দেওয়া যায় ; সন্দেহ হইলে হাত ধুইবে

ইবনে ওমর (রাঃ) ও বরা (রাঃ) নামক ছাহাবীদ্বয় হাত ধোয়া ব্যতিরেকে পানির পাত্রের ভিতরে হাত দিয়া পানি উঠাইয়া অজু করিয়াছেন।

ইবনে-আব্বাস (রাঃ) ফরজ গোসলের পানির ছিটাকে দূষণীয় মনে করিতেন না।

১৮৮। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরজ গোসলের সময় (হাত নাপাকির সন্দেহ হইলে পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করার পূর্বে) ভালরূপে হাত ধৌত করিয়া লইতেন।

১৮৯। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে একই পাত্র হইতে (হাত দ্বারা পানি উঠাইয়া) জানাবাতের গোসল করিতেন।

ক গোসলের স্থানটি সুব্যবস্থার ছিল না, তাই গোসল শেষে সেখান হইতে সরিয়া পা ধুইলেন।

একাধিকবার বা একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গমের পর গোসল করা

১৯০। হাদীছ ঃ—কাতাদাহ (রঃ) আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) (সময়ে) একই রাত্রে বা দিনে পর পর (মধ বর্তী গোসল ব্যতিরেকে) এগার বিবির সহিত সঙ্গম করিতেন (নয় জন বিবাহ সূত্রের, দুই জন শরীয়তী স্বত্বাধিকার সূত্রের)।

কাতাদাহ (রঃ) বলেন, আমি আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হযরতের কি এতই শক্তি ছিল? তিনি বলিলেন, আমাদের মধ্যে এই কথা প্রসিদ্ধ ছিল যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ত্রিশ জন পুরুষের শক্তি আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে প্রাপ্ত ছিলেন।

ফরজ গোসলের পূর্বেকার সুগন্ধির নিদর্শন বাকি থাকায় ক্ষতি নাই

১৯১। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (হজ্জের সফরে) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে সুগন্ধি লাগাইয়া দিয়াছি; তিনি স্ত্রীগণের সহবাসে গোসল করিয়া এহরাম বাঁধিয়াছেন—ঐ সময় শরীর হইতে সুগন্ধি নির্গত হইতেছিল।

১৯২। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, (গোসলের পূর্বে ব্যবহৃত) সুগন্ধির নিদর্শন (গোসলের পর) এহ্‌রাম অবস্থায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মাথায় এখনও আমার নজরে ভাসে।

ফরজ গোসল ভুলিয়া মসজিদে প্রবেশ করিলে স্মরণ হওয়া মাত্রই বাহির হইয়া আসিবে

১৯৩। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নামাযের একামত বলা হইল, সকলে দাঁড়াইয়া কাতার সোজা করিয়া বাঁধিল, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামায পড়িবার জন্য আসিলেন। তিনি যখন মোছাল্লায় (জায়নামাযের) উপর দাঁড়াইলেন (নামায আরম্ভের পূর্বক্ষণে) হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল, তিনি ফরজ গোসল করেন নাই। তিনি সকলকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন এবং তৎক্ষণাৎ গোসল করিয়া আসিলেন। তাঁহার মাথার পানি তখনও ফোটায় ঝরিতেছিল। এমতাবস্থায়ই তিনি নামায আরম্ভ করিলেন এবং আমরা সকলেই তাঁহার সহিত নামায পড়িলাম।

প্রথমে মাথার ডান পার্শ্ব ধৌত করিবে

১৯৪। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা ফরজ গোসল করিতে মাথায় তিনবার পানি ঢালিয়া প্রথমে ডান হাত দ্বারা মাথার ডান পার্শ্ব এবং তারপর বাম হাত দ্বারা বাম পার্শ্ব ধৌত করিতাম।

নির্জন গোসলে উলঙ্গ হওয়া যায়; তাহা না করাই শ্রেয়ঃ

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, মানবের জন্য আল্লার প্রতি লজ্জা শরমে তৎপর হওয়া লোকদের হইতে লজ্জা শরম করা অপেক্ষা অধিক বড় কর্তব্য।

১৯৫। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, বনী-ইস্রাঈলরা একে অন্যের সম্মুখে উলঙ্গ হইয়া গোসল করিত, মুছা (আঃ) কখনও ঐরূপ করিতেন না। তিনি গোপনে নির্জনে গোসল করিতেন। বনী ইস্রাঈলরা কুৎসা রটাইল যে, মুছা (আঃ) অণ্ডকোষ বৃদ্ধির Hybrocel রোগী, তাই তিনি আমাদের সহিত উলঙ্গ হইয়া গোসল করেন না।

একদ মুছা (আঃ) নির্জনে কাপড় খুলিয়া একটি পাথরের উপর রাখিয়া গোসল করিতেছিলেন, হঠাৎ ঐ পাথর আশ্চর্য জনক ভাবে কাপড় লইয়া দৌড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া মুছা (আঃ) হে পাথর! আমার কাপড়; হে পাথর! আমার কাপড়; বলিতে বলিতে (বিবস্ত্র হওয়ার খেয়াল-শূন্য অবস্থায়) উহার পিছু দৌড়াইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে পাথরটি একদল বনী-ইস্রাঈলের জনসমাবেশে আসিয় পৌছিল; তখন সকলেই মুছা (আঃ)কে নিরোগ দেখিতে পাইল এবং তাঁহার প্রতি আরোপিত মিথ্যা অভিযোগের খণ্ডন হইয়া গেল। মুছা (আঃ) তাড়াতাড়ি পাথর হইতে কাপড় উঠাইয়া পরিধান করিলেন এবং পাথরে আঘাত করিতে লাগিলেন; পাথরের উপর ছয় বা সাতটি বেত্রাঘাতের রেখা পড়িয়া গেল।

১৯৬। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, একদা আইয়ুব (আঃ) কাপড় খুলিয়া গোসল করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার উপর স্বর্ণ-পতঙ্গসমূহ বর্ষিত হইতে লাগিল; তিনি ঐগুলিকে কুড়াইয়া রাখিতে লাগিলেন! আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আইয়ুব! আমি কি তোমাকে (বিপুল ধন-দৌলত দান পূর্বক) এ সমস্ত হইতে পরিতৃপ্ত করি নাই? তিনি আরজ করিলেন, হে খোদা; তোমার তরফ হইতে বর্ষিত বরকতের বস্তু হইতে আমি কখনই অপ্রত্যাশী বা পরিতৃপ্ত হইতে পারি না।

নির্জন না হইলে অবশ্যই পর্দাবস্থায় গোসল করিবে

১৯৭। হাদীছঃ— উম্মে-হানী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হাজির হইলাম। তিনি গোসল করিতেছিলেন, ফাতেমা (রাঃ) তাঁহাকে কাপড় দ্বারা পর্দা করিয়া রাখিয়াছিলেন। হযরত (দঃ)কে আমি সালাম করিলাম; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে আসিয়াছে? আমি উত্তর করিলাম, উম্মে-হানী। হযরত (দঃ) আমাকে "মারহাবা" বলিলেন এবং গোসলান্তে একটি চাদরে আবৃত হইয়া আট রাকাত নামায পড়িলেন। নামাযের পর আমি বলিলাম, এক ব্যক্তিকে আমি আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিয়াছি; আমার ভাই আলী তাহাকে হত্যা করিতে চায়। হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমি যাহাকে নিরাপত্তা দিয়াছ আমরাও তাহাকে নিরাপত্তা দিলাম। ঘটনাটি বেলা পূর্বাহ্নে ছিল।

(মায়মুনা (রাঃ) বর্ণিত ১৮৬ নং হাদীছও এই পরিচ্ছেদে উল্লেখ হইয়াছে।)

নাপাক অবস্থার ঘাম এবং ঐ অবস্থায় চলাফেরা করা

১৯৮। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রাস্তার মধ্যে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইলে তিনি আমার হাত ধরিলেন; আমি নাপাক অবস্থায় ছিলাম। কিছু দুর এক সঙ্গে চলার পর তিনি এক স্থানে বসিলেন, আমি গোপনভাবে পেছন হইতে সরিয়া পড়িলাম এবং বাড়ী হইতে গোসল করিয়া আসিলাম। নবী (দঃ) সে স্থানেই বসিয়াছিলেন। আমি ফিরিয়া আসিলে পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় গিয়াছিলে? আমি আরজ করিলাম, আমি নাপাক অবস্থায় ছিলাম; ঐ অবস্থায় আপানার সঙ্গে উঠা-বসা ভাল নয় মনে করিয়া গোসল করিয়া আসিলাম। নবী (দঃ) বলিলেন, মোমেন ব্যক্তি (ঐরূপ) নাপাক হয় না। (যে, তাহার সঙ্গে উঠাবসা করা বা তাহাকে ছোঁয়া যায় না।)

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আ'তা বলিয়াছেন, নাপাক অবস্থায় নখ কাটা ও চুল কাটা যায়।

নাপাক অবস্থায় গৃহে অবস্থান বা শয়ন করিতে অজু করিবে

১৯৯। হাদীছ ঃ— আবু সালামাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কি কোন সময় ফরজ গোসলের পুর্বে ঘুমাইতেন? তিনি বলিলেন, হাঁ—কোন সময় ঐরূপ ঘুমাইতেন, কিন্তু অজু করিয়া ঘুমাইতেন।

২০০। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরজ গোসল না করিয়া নিদ্রা যাইতে ইচ্ছা করিলে গুপ্তস্থান ধৌত করিয়া নামাযের জন্য অজুর ন্যায় অজু করিয়া লইতেন।

২০১। হাদীছ ঃ— ওমর (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সমীপে জিজ্ঞাসা করিলেন, নাপাক অবস্থায় নিদ্রা যাওয়া যায় কি? নবী (দঃ) বলিলেন হাঁ, যদি অজু করিয়া নেয়।

২০২। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ওমর (রাঃ) এই আলোচনা করিলেন যে, রাত্রে গোসল ফরজ হইলে (যখন গোসল না করিয়া) শয়ন করিতে ইচ্ছা করিলে কি করিতে হইবে? হযরত (দঃ) বলিলেন, গুপ্তস্থান ধৌত করিয়া অজু কর, তারপর ঘুমাইতে পার।

স্ত্রী-পুরুষের লিঙ্গ গ্রথনেই গোসল ফরজ হইবে

২০৩। হাদীছ ঃ--আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, পুরুষ স্ত্রীর মুখোমুখী হইয়া লিঙ্গদ্বয়ের গ্রথনেই গোসল করজ হইয়া যাইবে।

ইমাম বোখারী (রঃ) বলেন, এই হাদীছে বর্ণিত বিধানই অগ্রগণ্য।

২০৪। হাদীছ ঃ— উবাই-ইবনে-কা'আব (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—স্বামী স্ত্রীর সহিত সহবাস করিল, কিন্তু বীর্য্য বাহির হইল না তখন কি করিতে হইবে ? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, স্বামীর গুপ্ত অঙ্গে যাহা লাগিয়াছে উহা ধৌত করতঃ অজু করিয়া নামায পড়িতে পারে।

২০৫। হাদীছ ঃ— যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রঃ) ওসমান (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি কেহ স্ত্রী-সহবাস করে কিন্তু বীর্য্য বাহির হয় নাই; এমতাবস্থায় গোসল করিতে হইবে কি ? তিনি বলিলেন, গুপ্তস্থান ধুইয়া ফেলিবে এবং নামাযের ন্যায় অজু করিবে; আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এরূপ শুনিয়াছি। জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তি বলেন, আমি এই মছআলাহ আলী (রাঃ), জোবায়ের (রাঃ), তালহা (রাঃ) এবং উবাই-বেন কা'আব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকটও জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহারাও ঐরূপ বলিলেন।

২০৬। হাদীছ ঃ— আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক আনছারী ব্যক্তিকে লোক পাঠাইয়া ডাকিলেন। (ঐ ব্যক্তি তখন স্ত্রী-সহবাসে লিপ্ত ছিল, তখনও বীর্য্য বাহির হইয়া তাহার চরম পুলক-লাভ ঘটে নাই, কিন্তু রসুলুল্লাহ (দঃ) ডাকিতেছেন শুনা মাত্রই এত বড় কঠিন মত্ততা পরিত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি গোসল করিল এবং) তৎক্ষণাৎ সে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল। তাহার মাথার পানি ঝরিতেছিল; হযরত (দঃ) (তাহার অবস্থা অনুভব করিতে পারিয়া) বলিলেন, বোধ হয়—আমি তোমাকে তাড়াহুড়ার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিলাম ? সে আরজ করিল—হুঁ, হুজুর! হযরত (দঃ) বলিলেন, যখন (স্ত্রী-সহবাস ক্রিয়া) অসম্পূর্ণতার মধ্যে পরিত্যক্ত হয় তখন অজু করিলেই চলে। (৩০ পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লিখিত হাদী ত্রয়ে বীর্য্য বাহির না হওয়া অবস্থায় অজুর আদেশ রহিয়াছে, গোসলের উল্লেখ নাই। ২০৩নং হাদীছে এবং আরও হাদীছে নির্দেশ আছে যে, পুরুষাঙ্গের শুধু অগ্রভাগ স্ত্রীলিঙ্গের ভিতরে প্রবেশ করিলেই বীর্য্য বাহির না হইলেও গোছল ফরজ হইবে।

খলীফা ওমর (রাঃ) তাঁহার খেলাফতকালে ছাহাবীগণকে ডাকিয়া সকলের সম্মুখে এই মছআলাহ পর্য্যালোচনান্তে সর্ব-সম্মতি ক্রমে স্থির করিলেন যে, এমতাবস্থায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ের গোছল ফরজ হইবে; এই সিদ্ধান্তের উপর ছাহাবীগণের "এজমা" হইয়া গেল। এমনকি খলীফা ওমর (রাঃ) এই সিদ্ধান্তের বিপরীত মতামত প্রকাশের উপর শাস্তির ঘোষণা করিলেন। অতএব এমতাবস্থায় গোছল করা ফরজ হইবেই এবং উহার বিরোধী হাদীছ সমূহ মনছুখ বা রহিত পরিগণিত।

ইমাম বোখারী (রঃ)ও ২০৩নং হাদীছ বর্ণনা করতঃ ইহা বলিয়া দিয়াছেন।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● ফরজ গোসলের মধ্যে কুল্লি করা এবং নাকে পানি দেওয়া ফরজ (৪০ পৃঃ ১০৬ হাঃ)। নাপাকী ও গুপ্ত অঙ্গ পরিষ্কার করার পর হাত মাটি বা দেওয়ালে ঘষিয়া ধোয়া উত্তম (ঐ)। ● নাপাকী পরিষ্কার করিতে বাম হাতে পানি লইবে (ঐ)। ● অজু এবং গোসলে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার মধ্যে লাগালাগি না হইয়া বিলম্বতা ঘটিলেও অজু-গোসল শুদ্ধ হইবে;

একদা ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) অজু করিতে বিভিন্ন অঙ্গ ধোয়ার পর পা ধুইতে এত বিলম্ব করিলেন যে, তাঁহার ধোয়া অঙ্গগুলি শুষ্ক হইয়া গেল (ঐ)। ● মজি বাহির হইলে গোসল করিতে হইবে না, কিন্তু অজু ভঙ্গ হইবে এবং শরীর হইতে মজি ধৌত করিতে হইবে (৪১ পৃঃ ১৩০ হাঃ)। ● ফরজ গোসল করিতে মাথায় পানি ঢালিবার পূর্বে চুলের নীচের চামড়া ভালরূপে ভিজাইয়া লইবে (৪১ পৃঃ ১৭১ হাঃ) ● ফরজ গোসলের জন্য প্রথমে অজু করিয়াছে; পূর্ণ গোসলের সময় অজুর অঙ্গ সমূহে পুনরায় পানি ব্যবহার না করিলেও চলে (ঐ)। ● ফরজ গোসলের পর হাত ঝাড়া জায়েয। অর্থাৎ হাত ঝাড়ার পানি নাপাক নহে। ফরজ গোসলের সময় যেই অঙ্গে নাপাকী নাই সেই অঙ্গ-ধৌত পানির ছিটা নাপাক নহে। ● মহিলাদের স্বপ্নদোষে বীর্য্য নির্গত হইলে তাহাদের জন্যও গোসল করা ফরজ (৪২ পৃঃ)।

——(০)——

পঞ্চম অধ্যায়

হায়েজ বা ঋতু

হায়েজের আরম্ভ কিরূপে হইয়াছে

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ - فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ - اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ -

অর্থ—তাহারা আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করে ঋতুকালীন (স্ত্রী-সহবাসের) বিষয়। আপনি বলিয়া দিন, ঋতু অতিশয় ঘৃণিত ও অপবিত্র বস্তু, সুতরাং ঐ সময় স্ত্রী সহবাসে বিরত থাক, যাবৎ স্ত্রী পবিত্র না হয়। পবিত্র হওয়ার পর আল্লার আদেশ-নির্দেশ অনুযায়ী স্ত্রীকে ব্যবহার কর। আল্লাহ তওবাকারী এবং পবিত্রতা রক্ষাকারীকে পছন্দ করেন। (২পাঃ ১২রুঃ)

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, হায়েজ একটি এমন বস্তু যাহা আল্লাহ তায়ালা আদমজাত মহিলাদের উপর চাপাইয়া দিয়াছেন।

কেহ কেহ বলে, ইহা প্রথমে বনী-ইস্রায়ীলদের উপর চাপান হইয়াছিল। বোখারী (রঃ) বলেন, এই দুই মতবাদের মধ্যে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্ণিত মতবাদই অগ্রগণ্য ও গ্রহণীয় যে, হায়েজ আদম জাতের প্রথম হইতেই আরম্ভ।

● যেই হাদীছের ইঙ্গিত এখানে দেওয়া হইল- উহা আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত। তিনি বলিয়াছেন, বিদায় হজ্জে আমিও হযরতের সঙ্গে ছিলাম। মিকাত তথা এহরাম বাঁধার নির্দ্ধারিত স্থান হইতে আমি ওমরার এহরাম বাঁধিয়াছিলাম। মক্কার অতি নিকটবর্তী আসিয়া আমার হায়েজ আরম্ভ হইয়া গেল। মক্কায় পৌছিয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসান্তে কাঁদার কারণ জানিতে পারিয়া সান্ত্বনা দানে আমাকে বলিলেন— ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم "ইহা এমন বস্তু যাহা আল্লাহ তায়ালা আদমজাত নারীদের উপর চাপাইয়া দিয়াছেন, (ইহাতে কুণ্ঠিত হইও না)। হাদীছটির অনুবাদ দ্বিতীয় খণ্ডে হজ্জের অধ্যায় "হায়েজ ও নেফাছ অবস্থায় এহরাম বাধা" পরিচ্ছেদে আসিবে।

ঋতুবতী স্ত্রী স্বামীর মাথা ধুইয়া ও আঁচড়াইয়া দিতে পারে

২০৭। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হায়েজ অবস্থায় থাকাকালে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মাথা আঁচড়াইয়া দিয়াছি।

২০৮। হাদীছ ঃ—ওর্‌ওয়া (রঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, হায়েজ অবস্থায় নারী আমার খেদমত করিতে পারিবে কি? কিম্বা নাপাক অবস্থায় স্ত্রী আমার নিকট আসিতে পারিবে কি? তিনি উত্তর করিলেন—এর প্রত্যেকটিকেই আমি সহজ মনে করি, প্রত্যেকেই আমার খেদমত করিতে পারিবে; এজন্য কাহারও উপর দোষারোপ করা চলিবে না। আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এ'তেকাফে থাকিয়া স্বীয় মাথা মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দিতেন, আয়েশা (রাঃ) হায়েজ অবস্থায় উহা আঁচড়াইয়া দিতেন।

হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীর সংস্পর্শে কোরআন তেলাওয়াত করা

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আবু ওয়ায়েল (রঃ) স্বীয় ক্রীতদাসীকে হায়েজ অবস্থায় কোরআন শরীফ নিয়া আসার জন্য পাঠাইতেন, কোরআন শরীফের গেলাফের রশি ধরিয়া সে উহা নিয়া আসিত।

২০৯। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার হায়েজ অবস্থায়ও নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার কোলে হেলান দিয়া কোরআন তেলাওয়াত করিতেন।

ঋতু অবস্থায় নারীদের সঙ্গে একত্রে শয়ন করা

২১০। হাদীছ ঃ—উম্মুল-মো'মেনীন উম্মে-ছালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এক চাদরের ভিতর শায়িত ছিলাম, হঠাৎ আমার ঋতুস্রাব আরম্ভ হইল। আমি নিঃশব্দে চাদরের ভিতর হইতে সরিয়া পড়িলাম এবং ঋতুকালীন বিশেষ কাপড় পরিধান করিলাম। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হায়েজ আরম্ভ হইয়াছে? আমি আরজ করিলাম, হাঁ। তিনি আমাকে ডাকিয়া আনিলেন, আমি তাঁহার সহিত এক চাদরের নীচে শয়ন করিলাম।

২১১। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একত্রে এক পাত্র হইতে পানি লইয়া জানাবাতের গোসল করিতাম। এতদ্ভিন্ন হযরত (দঃ) আমাকে হায়েজ অবস্থায় রীতিমত ইজার পরিধানের আদেশ করিতেন ও আমার সঙ্গে এক বিছানায় শয়ন করিতেন এবং তিনি এ'তেকাফে থাকিয়া মসজিদ হইতে মাথা বাহির করিয়া দিতেন; আমি হায়েজ অবস্থায় তাঁহার মাথা ধুইয়া দিতাম।

ব্যাখ্যা ঃ— এখানে "মোবাশারাহ্" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, ইহা একটি আরবী শব্দ। আরবী ভাষায় ইহার অর্থ—একত্রে আহার-নিদ্রা করা, খাওয়া দাওয়া, চলা-ফেরা, উঠা-বসা ও শয়ন ইত্যাদি একত্রে এক সঙ্গে করা। ইহুদীদের মধ্যে এরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কোন নারীর হায়েজ আরম্ভ হইলে বাড়ীর অন্যান্য সকলে তাহাকে ভিন্ন কুঁড়ে ঘরে, ভিন্ন পেয়ালা-বাসনে, ভিন্ন গ্রাসে একেবারে অস্পৃশ্য ভাবে রাখিয়া দিত। কেহই তাহার সঙ্গে একত্রে আহার-বিহার ও উঠা-বসা করিত না, এমনকি স্বামীকেও এক

বিছানায় শয়ন করিতে দিত না। পক্ষান্তরে নাছারাদের প্রচলিত প্রথা ছিল, ইহুদীদের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি গ্রাহ্য কিম্বা বাছ-বিচার করিত না, এমনকি ঋতু অবস্থায় স্ত্রীসহবাস করিতেও বিরত থাকিত না। অথচ ঋতু অবস্থায় নির্দিষ্ট ব্যবহার-স্থানটি ঘৃণা উদ্রেককারী অপবিত্র ও নাপাকির স্থান হইয়া থাকে। ঐ অবস্থায় সঙ্গম করাতে নানা প্রকার কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধি জন্মিয়া উভয়েরই স্বাস্থ্যের অপকার ও ক্ষতি সাধিত হওয়ার সম্ভাবনাও অনেক বেশী।

ইসলাম সনাতন ধর্ম। উহার বিধি-ব্যবস্থাদি মধ্য পন্থীয়। নিষ্ঠুরতা, অসহিষ্ণুতা বর্বরতা এবং কুৎসিত, ঘৃণার্হতা ও কদর্যতা—এ সবকেই ইসলাম এড়াইয়া চলে। তাই এক দিকে ইহুদীদের অভিশপ্ত ব্যবস্থা ও অত্যাচারের প্রথা হইতে নারী জাতিকে রক্ষা করিতে ইসলামের বিধানে এরূপ ব্যবস্থা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যে, ঋতু অবস্থায় একত্রে বসবাস, একত্রে আহার-নিদ্রা এমনকি রীতিমত ইজার পরিধানে স্বামীর সহিত এক বিছানায় শয়ন করা যাইবে; কোন প্রকার অস্পৃশ্যতার ভাব মনে আনিবে না। অন্যদিকে নাছারাবাদের কুৎসিত ঘৃণিত সীমা লঙ্ঘনকারী নীতির বিপরীত—ঋতু অবস্থায় সঙ্গম করা পরিষ্কাররূপে হারাম করিয়া দিয়াছে।

২১২। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবিদের কাহারও ঋতু আরম্ভ হইলে ঋতুর প্রারম্ভিক তীব্রতার মুখে বিশেষ-ভাবে ইজার পরিধান করার জন্য তিনি আদেশ করিতেন এবং ইজার পরিধান অবস্থায় এক বিছানায় শয়ন করিতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ন্যায় দৃঢ় সংযমী আর কেহ হইতে পারে না, (তাই সর্বসাধারণকে বিশেষরূপে সতর্ক থাকিতে হইবে।)

২১৩। হাদীছ ঃ—মায়মুনা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন স্ত্রীর ঋতু অবস্থায় তাহার সঙ্গে এক বিছানায় শয়নের ইচ্ছা করিলে তাঁহার আদেশ অনুযায়ী তিনি রীতিমত ইজার পরিধান করিয়া লইতেন।

ঋতু অবস্থায় রোজা রাখা নিষিদ্ধ

২১৪। হাদীছ ঃ— আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রোযার বা কোরবাণীর ঈদের দিন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঈদগাহে উপস্থিত হইলেন। নামাযান্তে হযরত (দঃ) মহিলাদের স্থানে যাইয়া তাহাদিগকে বিশেষভাবে বলিলেন—হে মহিলাগণ। তোমরা দান-খয়রাত কর, কারণ দোযখবাসীদের মধ্যে অধিকাংশ তোমাদেরকে দেখিয়াছি। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, কি কারণে ইয়া রসুলাল্লাহ? তিনি বলিলেন, তোমরা লান-তান অভিশাপ অত্যধিক করিয়া থাক এবং স্বামীর না-শোকরি ও নিমকহারামি

করিয়া থাক। নারী জাতির স্বভাব এই যে, তাহাদের প্রতি আজীবন এহ্ছান ও সদ্ব্যবহার করার পর একটি ত্রুটি দেখা মাত্র বলিয়া ফেলিবে, তোমার নিকট হইতে কখনও আমি ভাল ব্যবহার পাই নাই। এ ছাড়া তাহাদের মধ্যে আরও একটি দোষ এই যে, নারী জাতি অত্যধিক ছলনাময়ী হইয়া থাকে। স্বল্প বুদ্ধি ও স্বল্প নেক আমল লইয়া চালাক চতুর হুশিয়ার পুরুষের বুদ্ধি-বিবেকের উপর তোমরা যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পার এরূপ অন্য কেহ করিতে পারে তাহা দেখি না।

তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের নেক আমল ও বুদ্ধি স্বল্প কিরূপে ইয়া রসুলাল্লাহ! তিনি বলিলেন—নারীর সাক্ষ্য পুরুষের সাক্ষ্যের অর্দ্ধ নয় কি? (দুইজন নারীর সাক্ষ্য একটি পুরুষের সাক্ষ্যের সমান।) তাহারা বলিল, হাঁ; তিনি বলিলেন, ইহাই স্বল্প বুদ্ধির প্রমাণ। হযরত (দঃ) প্রশ্ন করিলেন, তোমাদের কাহারও ঋতু আরম্ভ হইলে নামায-রোযা হইতে বিরত থাক না কি? তাহারা স্বীকার করিল—হাঁ; তিনি বলিলেন, ইহাই নেক আমল কম হওয়ার প্রমাণ। (ঋতু অবস্থায় নামায পড়িতে ও রমযানের রোযা রাখিতে না পারায় গোনাহ না হইলেও ঐ সব কার্য্য সম্পাদনকারীগণ যে অসংখ্য ছওয়াব হাসিল করে উহ হইতে তাহারা বঞ্চিত নিশ্চয়ই থাকিবে অন্য উপায়ে ফজিলত হাসিলের ব্যবস্থা থাকিলেও নারী জাতি ঐ পরিমাণ নামায ও রমযানের মর্তবা ত পাইল না।)

ঋতুবতী তওয়াফ ভিন্ন হজ্জের সব কিছুই করিতে পারে

এখানে আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ উল্লেখ হইয়াছে যাহার আলোচনা "হায়েজের আরম্ভ" পরিচ্ছেদে আছে। অত্র পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য এই যে, ঋতু অবস্থায় সব রকম এবাদৎ নিষিদ্ধ নহে।

ইব্রাহীম নাখ্‌য়ী (রঃ) বলেন—হায়েজ অবস্থায় কোরআন শরীফের এক আয়াত পরিমাণ পড়া যায় তার চেয়ে বেশী নয়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) জানাবাত অবস্থায় মুখে মুখে কোরআন তেলাওয়াত করা জায়েয বলিয়াছেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) সর্বাবস্থায় আল্লার জেক্‌র করিতেন (সর্বাবস্থার মধ্যে জানাবাতের অবস্থাও আসিয়া যায়।)

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় (সর্ববিধ নিরাপদ অবস্থা বর্তমান থাকায় এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বক্তব্য শ্রবণ করা নর-নারী প্রত্যেকের অবশ্য কর্তব্যবোধে) হায়েজ অবস্থার সময়েও নারীদিগকে ঈদগাহে যাইবার আদেশ করা হইত। তথায় তাহারা আল্লাহু আকবার ইত্যাদি জেক্‌র করিত এবং দোয়ার সময় দোয়ার মধ্যে শামিল হইত।

হাকাম নামক প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছ বলেন, আমি জানাবাত অবস্থায়ও দরকার বশতঃ পশু-পক্ষী জবেহ করিয়া থাকি, জবেহ করার সময় বিছমিল্লাহ বলিতে হয়।

রসুল (দঃ) রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন (৬নং হাদীছের বিবরণ) তাহাতে قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا এই আয়াতটি লিখিয়াছিলেন, অথচ সে কাফের ছিল। কাফের সর্বদাই নাপাক থাকে, এমনকি ফরজ গোসল পূর্ণরূপে করিতে তাহাদের মধ্যে বাধ্যবাধকতা নাই।

ব্যাখ্যা ঃ—হায়েজ, নেফাছ, জানাবাত অবস্থায় তছবীহ, তাহলীল, দোয়া, দুরূদ পড়া নিঃসন্দেহে জায়েয আছে। এমনকি কোরআন শরীফের কোন আয়াত জেক্‌র ও দোয়া হিসাবে পড়া; যেমন কার্য্যারম্ভে বিছমিল্লাহ……, হাঁচি দিয়া আলহামদুলিল্লাহ, সওয়ার হওয়ার সময় سبحان الذى سخر لنا هذا ইত্যাদি পড়াতে কোন প্রকার আপত্তি নাই। তেমনি ভাবে আরবী ভাষায় কথা বলিতে বা পত্র লিখিতে নিজের পক্ষেরই কোন বাক্য যদি কোরআনের আয়াতের সঙ্গে মিল খাইয়া যায় উহা লেখাতেও দোষ নাই। তেলাওয়াতরূপে কোরআনের আয়াত পাঠ করা বা কোরআন শরীফ ছোঁয়া জায়েয নয়। যদি কেহ শিক্ষয়িত্রী হয় ও অন্য ব্যবস্থা না থাকে সে ক্ষেত্রে শব্দ আলাদা পড়াইয়া যাইতে পারে।

এস্তেহাজার (রোগজনিত রক্তস্রাবের) বয়ান

২১৫। হাদীছ ঃ— ফাতেমা নাম্নী একজন মহিলা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হাজির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমি সর্বদাই এস্তেহাজায় লিপ্ত থাকি সে জন্য কি আমি নামায ছাড়িয়া দিব? হযরত (দঃ) বলিলেন, এস্তেহাজার স্রাব কোন একটি রগ বা শিরা হইতে আসিয়া থাকে (অতএব ইহা একটি রোগ ও ব্যধিবিশেষ, এই স্রাব জরায়ু হইতে আসে না, সেজন্য ইহা হায়েজ নয়; (নামায ছাড়িতে পারিবে না।) এমতাবস্থায় তোমার হায়েজের নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে তখন নির্দিষ্ট হায়েজের দিন কয়টিতে নামায ছাড়িয়া দিবে; ঐ নির্দিষ্ট দিনগুলি অতীত হইলে গোসল করিয়া নামায পড়িও।

ব্যাখ্যা ঃ—এস্তেহাজা হায়েজের মতই একটি অবস্থাবিশেষ, কিন্তু হায়েজ একটি সৃষ্টিগত প্রাকৃতিক রহস্যময় অবস্থা এবং উহার স্রাব জরায় হইতে আসিয়া থাকে। এস্তেহাজা একটি ব্যাধিবিশেষ, ইহার স্রাব রগ হইতে আসিয়া থাকে, যেমন ক্ষতস্থান হইতে রক্ত নির্গত হয়। হায়েজের দরুন যে সমস্ত কার্য্য হারাম হইয়া থাকে এস্তেহাজার দরুন ঐ সব কার্য্যে বাধার সৃষ্টি হয় না। হায়েজ ও এস্তেহাজার সঙ্গে অকাট্য হারাম ও হালালের মছআলাহ জড়িত। বাহ্যিক ভাবে এই দুই এর পার্থক্য অনেক সময় জটিল হইয়া দাঁড়ায়। মেয়েদের কর্তব্য—যখন যাহার সম্মুখে যে অবস্থার উদ্ভব হয় সে অনুযায়ী বিজ্ঞ আলেম হইতে মছআলাহ জানিয়া লওয়া।

হায়েজের রক্ত পরিষ্কার প্রণালী

২১৬। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা কাপড়ের মধ্যে হায়েজের রক্তমাখা স্থানটুকুকে আঁচড়াইয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়া বিশেষভাবে ধৌত করার পর সম্পূর্ণ কাপড়টাকেই মামুলীভাবে ধৌত করিতাম, তারপর উহা দ্বারা নামায পড়িতাম।

এস্তেহাজা অবস্থায় এ'তেকাফ করা

২১৭। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কোন এক বিবি তাঁহার সঙ্গে এস্তেহাজা অবস্থায় এ'তেকাফ করিয়াছিলেন। (এ অবস্থায় তিনি মসজিদে অতি সতর্কতার সহিত থাকিতেন, এমনকি) এক প্রকার বিশেষ পাত্রের উপর বসিতেন। (যেন মসজিদে কোন রকম নাপাকি লাগিতে না পারে।)

হায়েজ অবস্থায় পরিহিত কাপড়ে নামায পড়া

২১৮। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময় (মোসলমানদের আর্থিক অবস্থা দুর্বল ছিল, তখন) আমাদের প্রত্যেকেরই একটি মাত্র কাপড় থাকিত, হায়েজের সময় উহাই পরা হইত; কোন স্থানে হায়েজের রক্ত লাগিলে থুথুর সাহায্যে নখ দ্বারা আঁচড়াইয়া ঐ স্থানকে পানি দ্বারা ধুইয়া নামায পড়িতাম।

হায়েজের পবিত্রতার গোসলে সুগন্ধি ব্যবহার ও শরীর মর্দন করা

২১৯। হাদীছ ঃ—উম্মে আ'তিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তরফ হইতে) আমাদিগকে নিষেধ করা হইত—আমরা যেন স্বামী ব্যতীত অন্য কোন মৃতের জন্য তিন দিনের বেশী শোকাবেশ ধারণ না করি। স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোকাবেশ অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে। এই সময়ের মধ্যে সুরমা ও সুগন্ধি ব্যবহার বা (আকর্ষণীয়) রঙ্গীন কাপড় পরিধান জায়েয নহে, কিন্তু এরূপ রঙ্গীন কাপড় যাহার সূতা পূর্ণ রঙ্গীন নহে, স্থানে স্থানে রং লাগান হইয়াছে (অর্থাৎ কোন প্রকার আকর্ষণীয় ধরণের রঙ্গীন নহে) উহা ব্যবহার করা জায়েয। এতদ্ভিন্ন ঐ সময় হায়েজ হইতে পাক-ছাফ হওয়া কালীন গোসলের সময় কোন প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার করাও জায়েয করা হইয়াছে।† আমাদেরে অর্থাৎ নারী জাতিকে জানাযার সঙ্গে যাওয়াও নিষেধ করা হইয়াছে।

২২০। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা একজন মহিলা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হায়েজের গোসলের নিয়মাবলী জিজ্ঞাসা করিল।

---

† এখানে ظفار كست শব্দ আছে, ইহা এক প্রকার সুগন্ধির নাম। এরূপ সুগন্ধি হায়েজের গোসলে বিশেষতঃ স্রাব স্থানে ব্যবহার করা চাই। কারণ, হায়েজের রক্ত দুর্গন্ধময় হয়, সুগন্ধির দ্বারা উহা পূর্ণরূপে দূরীভূত হইবে। সেট ইত্যাদি নাপাক সুগন্ধি ব্যবহার করিবে না।

নবী (দঃ) নিয়মাবলী বর্ণনা করিলেন ও বলিলেন, মেশ্‌ক (অথবা তদ্রূপ কোন সুগন্ধি) যুক্ত তুলা (কিম্বা কাপড় ইত্যাদি) দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া পরিচ্ছন্নতা হাসিল করিবে। নবী (দঃ) লজ্জায় এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বলিতে ছিলেন না; কিন্তু সেও ইহা বুঝিতে ছিল না। তখন আয়েশা (রাঃ) ঐ মহিলার হাত ধরিয়া টানিয়া নিয়া গেলেন এবং পরিষ্কার-ভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে, ঐ সুগন্ধিময় তুলা বা কাপড় দিয়া স্রাব-স্থানকে মার্জিত করিয়া পরিচ্ছন্নতা হাসিল করিবে।

হায়েজ আরম্ভ ও শেষ হওয়ার নিদর্শন

ছাহাবীযুগের নারীরা হায়েজকালে স্রাব-স্থানে ব্যবহৃত তুলা হলুদ রং অবস্থায় কৌটার মধ্যে ভরিয়া আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট পাঠাইয়া দিত। (তাহাদের ধারণা হইত যে, রক্তের রং লাল হয়, তাই হলুদ বর্ণের পদার্থটি হায়েজের রক্ত হইবে না, এই সন্দেহে মছআলাহ জানার জন্য প্রকৃত বর্ণের নমুনা পাঠাইয়া দিত।) আয়েশা (রাঃ) বলিয়া পাঠাইতেন, তাড়াহুড়া করিও না; যাবৎ না সাদা চুণের ন্যায় বস্তু দেখা যায়, হায়েজ হইতে পাক হওয়া যাইবে না।

যায়েদ ইবনে সাবেত রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মেয়ে শুনিতে পাইলেন, মহিলারা রাত্রিকালে বারংবার আলো জ্বালাইয়া দেখিতে থাকে—হায়েজ হইতে পাক হইয়াছে কিনা, (এরূপ করিতে অত্যধিক কষ্ট হইত যাহার জন্য শরীয়ত বাধ্য করে নাই, তাই) তিনি বলিলেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় নারীগণ এরূপ করিত না।

ব্যাখ্যা ঃ—হায়েজ শেষ হওয়া না হওয়ার সঙ্গে নামায রোযা ফরজ হওয়া এবং হারাম-হালাল ইত্যাদি বহু বিষয় জড়িত, তাই হায়েজ শেষ হওয়ার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্তব্য। ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের উত্তম যুগের নারীগণ কত সতর্ক থাকিতেন, উপরের দুইটি ঘটনায় উহা লক্ষ্যণীয়। এখানে ২১৫নং হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে যে, যে নারী সর্বদা এস্তেহাজা তথা রক্তস্রাব ব্যাধিতে আক্রান্ত থাকে তাহার হায়েজ আরম্ভ ও শেষ হওয়ার নিদর্শন এই যে, এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে তাহার হায়েজের দিন ও সময় পূর্ণ নির্দিষ্ট থাকিলে ব্যাধির সময় ঐ নির্দিষ্ট ও সময় হায়েজ গণ্য হইবে তদূর্দ্ধের স্রাব এস্তেহাজা হইবে।

হায়েজ অবস্থায় পরিত্যক্ত নামায পড়িতে হইবে না

২২১। হাদীছ ঃ—একটি নারী আয়েশা (রাঃ)কে প্রশ্ন করিল, হায়েজের পরবর্তী পবিত্রাবস্থার নামায আদায় করিলেই যথেষ্ট হয় (হায়েজ অবস্থায় পরিত্যক্ত নামাযের কাযা পড়িতে হয় না, অথচ হায়েজ অবস্থায় পরিত্যক্ত রোযার কাযা করিতে হয়) কেন? আয়েশা (রাঃ) তাহার উত্তরে রাগতভাবে বলিলেন, তুমি কি খারেজী ফের্কার লোক? আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্তমানে হায়েজ অবস্থায় নামায কাযা পড়িতাম

না; তিনি আমাদিগকে ঐ নামায কাযা পড়ার হুকুমও দিতেন না (রোযা কাযা করার হুকুম দিতেন।)*

ব্যাখ্যা ঃ—অনেক সময় কোন বিষয়ে কোরআন বা হাদীছের স্পষ্ট নির্দেশ বিদ্যমান থাকা সত্বেও সেখানে যুক্তির অবতারণা করা হইয়া থাকে। এমনকি যুক্তিকে কোরআন ও ছুন্নার সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার সৎসাহস না করিয়া বরং উলটা কোরআন ও ছুন্নাকেই যুক্তির সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার দুঃসাহস ও অপচেষ্টা করা হয়। অতিশয় পরিতাপের বিষয় যে, ঐ অপচেষ্টা ব্যর্থ হইলে যুক্তিকে মাথায় নিয়াই অগ্রসর হইতে দেখা যায়—যেমন, কুফাস্থিত "হারুয়া" এলাকায় আবির্ভূত খারেজী ফের্কার লোকগণ ছিল; তাহারা উল্লিখিত যুক্তি দ্বারা এই মত পোষণ করিত যে, হায়েজ অবস্থার নামাযও রোযার ন্যায় কাযা পড়িতে হইবে। এই যুক্তি খণ্ডন করার জন্য এর চেয়ে সরল যুক্তি বিদ্যমান আছে।× কিন্তু আয়েশা (রাঃ) সেই যুক্তির আশ্রয় না নিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করতঃ প্রশ্নকারিণীকে তিরস্কার করিলেন এবং বলিলেন, রসুলুল্লার (দঃ) আদেশ এরূপই ছিল যে, হায়েজ অবস্থার রোযা কাযা করিতে হইবে, নামায কাযা পড়িতে হইবে না। একজন মোসলমানের জন্য এতটুকু যথেষ্ট। কারণ দ্বীন ও ঈমানের ভিত্তি একমাত্র কোরআন ও ছুন্নাহ অবশ্য চ্যালেঞ্জ করা যায় যে, কোরআন ও ছুন্নাহ যুক্তিহীন নয়, কিন্তু একই বিষয়ের বিভিন্নমুখী যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায়। অতএব ঈমানদারগণের কর্তব্য কোরআন ও ছুন্নাহ মোতাবেক যুক্তি তালাশ করিয়া লওয়া এবং সেরূপ যুক্তি খুঁজিয়া বাহির করার জ্ঞান ও সামর্থ্য না থাকিলে উহার জন্য বৃথা মাথা না ঘামাইয়া কোরআন-ছুন্নার প্রতি পূর্ণ অনুগত থাকা।

ঋতুবতীর জন্য ঈদগাহে বা দোয়ার সমাবেশে উপস্থিত হওয়া

২২২। হাদীছ ঃ—হাফছাহ-বেনতে-ছীরীন (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদেরকে ঈদ-নামাযের ময়দানে যাইতে নিষেধ করিতাম। একদা এক মহিলা বসরা শহরে আসিয়া বর্ণনা করিল, তাহার ভগ্নিপতি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে বারটি জেহাদ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ছয়টিতে তাহার ভগ্নিও সঙ্গে ছিলেন। তাহার ঐ ভগ্নি বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা জেহাদের সময় আহতদের চিকিৎসা-ব্যবস্থা, তত্ত্বাবধান

---

* মোসলেম শরীফে হাদীছটির বর্ণনা মতে বন্ধনীর মধ্যবর্তী বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে।

× সেই যুক্তি এই যে, হায়েজের সর্বোচ্চ সময় দশ দিন এবং দুই হায়েজের মধ্যবর্তী সর্বনিম্ন সময় পনর দিন। প্রতি মাসে দশ দিন হায়েজ থাকিলে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায কাযা হয়। পনর দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায অতিরিক্ত পড়িতে থাকা একরূপ অসাধ্য ব্যাপার বিধায় নামাযের কাযা ফরজ হয় নাই। কিন্তু দশটি মাত্র রোযা এগার মাসের মধ্যে কাযা অতীব সহজ, তাই উহার কাযা করার নিয়ম রাখা হইয়াছে।

ও রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা করিতাম। সেই ভগ্নি একদিন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের মধ্যে যদি কাহারও ওড়না না থাকে, তাহার জন্য (ঈদ ইত্যাদির জমাতে) না যাওয়াতে কি দোষ আছে? হযরত (দঃ) বলিলেন, অন্য কাহারও ওড়নার সাহায্যে এছতেছকা, ঈদ ইত্যাদি দোয়ার সমাবেশে তাহারও শরীক হওয়া চাই। (হাফছাহ বর্ণনা করেন যে, অতঃপর বিশিষ্ট মহিলা ছাহাবী উম্মে-আ'তীয়া (রাঃ) আমাদের এখানে আসিলেন, আমি নিজে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি কি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এই বিষয়ে কিছু শুনিয়াছেন? তিনি তাঁহার চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী হযরতের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও আজমত প্রদর্শন করতঃ বলিলেন, প্রাপ্তবয়স্কা পর্দানশীন নারীগণ, এমনকি হায়েজ অবস্থায় হইলেও দোয়া উপলক্ষে বা নেক কাজের জমাতে শরীক হইবে। অবশ্য ঋতুবতী মহিলারা নামাযের স্থল হইতে পৃথক থাকিবে। হাফছাহ বলেন, আমি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ঋতুবতী নারীগণও কি উপস্থিত হইবে? তিনি বলিলেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? আরফার ময়দানে, মোজদালেফায়, মিনা ইত্যাদি স্থানে ঋতুবতী নারীরা (হজ্জ উপলক্ষে) উপস্থিত হইয়া থাকে না?

ব্যাখ্যা ঃ— রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় নারীগণ পর্দার সহিত চাদরে আবৃত হইয়া ঈদ, এছতেছকা ইত্যাদি, এমনকি পাঁচ ওয়াক্তী নামাযের জমাতেও উপস্থিত হইতেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই বিষয়ে আদেশও করিয়াছেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানার অনেক রকম বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমতঃ—নর-নারী সকলের মধ্যেই সততা অতি মাত্রায় বিদ্যমান ছিল, কোন প্রকার ফেতনার আশঙ্কা হইত না। দ্বিতীয়তঃ—ঐ সময় অহীর দরওয়াজা খোলা ছিল, নূতন নূতন হুকুম-আহ্কাম নাযেল হইতে থাকিত। ঐ সময় শরীয়তের হুকুম-আহকামের বহুল প্রচার ও ঘরে বসিয়া শিক্ষা লাভের সুযোগ ছিল না। সে সময় শিক্ষা প্রাপ্তির একমাত্র কেন্দ্র ছিলেন রসুলুল্লাহ (দঃ); তাঁহার প্রতিটি কথা কাজ ইত্যাদি শরীয়ত ছিল। তিনি আপাদমস্তক শরীয়তের নমুনা ছিলেন, বিশেষতঃ ছোট বড় জনসমাবেশে ও অনুষ্ঠানাদিতে তাঁহার প্রতিটি বাক্যই শিক্ষা ও শরীয়ত হইত। প্রত্যেক নর-নারী ঐ সুযোগেই দ্বীন শিক্ষা করিত; এজন্যই ঈদ, এছতেছকা ইত্যাদি অনুষ্ঠানাদিতে নারীদের উপস্থিতির আদেশ ছিল। সেই আদেশ নামাযের জমাতে শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে হইলে হায়েজ অবস্থার নারীদিগকেও উপস্থিত হওয়া হইত না, অথচ তাহাদের প্রতিও ঈদগাহে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ ছিল। রসুলুল্লার (দঃ) পরে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য যাহা এ বিষয়ের আসল হেতু ছিল উহা বাকী থাকে নাই। প্রথম বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়াও দিন দিন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইতে থাকে। এই কারণেই ছাহাবীগণের যুগের ঈদ বা পাঞ্জেগানা নামাযের জমাতে মহিলাদের যাওয়ার আদেশ ও অবকাশ রহিত পরিগণিত হইয়াছে। ওমর (রাঃ) উহাতে ভীষণ ক্ষুব্ধ হইতেন বলিয়া বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে। বিবি আয়েশার (রাঃ) উক্তি সম্মুখে আসিতেছে।

অধিকন্তু রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানার নারীগণ সততার প্রতীক ও সাদাসিধা জীবন যাপনে অভ্যস্থ হওয়া সত্ত্বেও নারীদের বাহির হওয়ার জন্য এত কড়াকড়ি ছিল যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন—যখন কোন নারী মসজিদে উপস্থিত হইবে সে সুগন্ধি ছুঁইবে না। (মোসলেম শরীফ)

অন্য এক হাদীছে আছে- যে নারী মসজিদে আসার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করিবে তাহার নামায কবুল হইবে না—যাবৎ সে ফরজ গোসলের ন্যায় বিশেষরূপে উহা ধৌত করতঃ গোসল না করিবে (নাছায়ী শরীফ)। আরও এক হাদীছে আছে—যে নারী সুগন্ধি ব্যবহার করিয়া কোন জন-সমাবেশের নিকটবর্তী হইবে সে ভ্রষ্টা নারী। (আবু দাউদ, নাছায়ী, তিরমিজ শরীফ)।

এ সমস্ত বিষয়ে নারীদের মধ্যে পরিবর্তনের প্রবল স্রোত যেরূপে দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে উহার প্রতি লক্ষ্য করিলে এ বিষয়ে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানার বিধি-ব্যবস্থা বর্তমান কদর্য্য যমানার বহু পূর্বেই স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশ-নিষেধ অনুসারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিতে হইবে। উম্মুল-মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) উহারই উল্লেখ করিয়াছেন ও বলিয়াছেন যে, হযরত রসুলুল্লার (দঃ) পর নারীগণের মধ্যে যে প্রকার পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে রসুলুল্লাহ (দঃ) উহা দেখিতে পাইলে নিশ্চয় নারীদিগের মসজিদে যাওয়া কঠোরভাবে নিষেধ করিতেন। (বোখারী ও মোসলেম শরীফ)

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, চৌদ্দ শত বৎসর পূর্বে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানার সংলগ্ন উত্তম শতাব্দীর নারীদের অবস্থা অনুপাতেই আয়েশা (রাঃ) উক্ত সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। সেই তুলনায় বর্তমান ফেতনার যুগের উল্লেখ কোথায় হইতে পারে তাহা বলা বাহুল্য। সে জন্যই সমস্ত ইমামগণের ও আলেমগণের এজমা ও একমত যে, কিশোরী যুবতীদিগকে কোন ক্রমেই ঈদ, জুমা, জমাত ইত্যাদিতে শরীক হইতে দিবে না, এমনকি ইমামগণের পরের আলেমগণ বৃদ্ধাদের উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়াছেন।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—নারীদিগকে মসজিদে যাইতে নিষেধ করিও না; কিন্তু বাড়ীতে নামায পড়াই তাহাদের জন্য শ্রেয়ঃ। (আবু দাউদ)

আরও এক হাদীছে আছে, নারীদের জন্য বারান্দা অপেক্ষা আন্দর বাড়ীর নামায উত্তম। তদুপরি খাস কুঠরীর নামায সর্বোত্তম। (আবু দাউদ শরীফ)

ঈদ ইত্যাদি নামাযের জন্য নারীদের ভিন্ন জমাতের ব্যবস্থা করা শরীয়ত দৃষ্টে একেবারেই ভিত্তিহীন ও ব্যঙ্গ তুল্য। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম, ছাহাবা, তাবেয়ীন ও ইমামগণের যমানায় এরূপ ব্যবস্থার কল্পনাও কোন সময় করা হয় নাই, অথচ বর্তমান যুগের তুলনায় ঐ যুগে দ্বীনের প্রতি আকৃষ্টতা ও নেক কার্য্যের প্রতি আগ্রহ কত বেশী ছিল তাহা বলা বাহুল্য। পূর্ববর্তী সকল আলেমই এরূপ ব্যবস্থাকে নিষেধ করিয়াছেন।

হায়েজের সময় ছাড়া জরদ ও মেটে রং-এর স্রাব

২২৩। হাদীছ ঃ— উম্মে-আ'তিয়া (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী (দঃ)এর বর্তমানে তাঁহার সময়েই আমরা জরদ, মেটে বা ধূসর রঙ্গের নির্গত পদার্থকে(ঋতু সম্পর্কীয়) কিছুই গণ্য করিতাম না।

ব্যাখ্যা ঃ— হায়েজকালীন বা হায়েজের সম্ভাব্য সময়ের মধ্যে লাল, জরদ, ধূসর ও মেটে যে কোন রং-স্রাব হইবে উহাকে হায়েজ গণ্য করা হইবে। যেমন "হায়েজ আরম্ভ ও শেষ হওয়ার নিদর্শন" পরিচ্ছেদে আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু হায়েজের সম্ভাব্য সময় ভিন্ন অর্থাৎ সর্বদার অভ্যাসগত নির্দ্ধারিত হায়েজের দিনগুলি বা হায়েজের সর্বোচ্চ দশদিন শেষ হইবার পর, তদ্রূপ অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের অথবা অধিক বয়সের ঋতুবন্ধা মহিলাদের সময় সময় নানা রং এর কিছু স্রাব দেখা যায় উহাকে হায়েজ গণ্য করা হইবে না।

এস্তেহাজার স্রাব রগবিশেষ হইতে নির্গত

২২৪। হাদীছ ঃ— উম্মে-হাবিবাহ নাম্নী ছাহাবীয়া সাত বৎসর যাবৎ এস্তেহাজার ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন। তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে (চিকিৎসা স্বরূপ) অধিক গোসল করার পরামর্শ দিলেন এবং বলিলেন, ইহা একটি বিশেষ রগ হইতে নির্গত হইয়া থাকে। অর্থাৎ ইহা হায়েজ নয়; এই স্রাব জরায়ু হইতে নির্গত হয় না। ইহা এস্তেহাজা;) তাই তিনি প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করিয়া নামায পড়িতেন।

এস্তেহাজার অবস্থায় হায়েজ শেষ হইলে তাহার হুকুম

অর্থাৎ যদি কাহারও সর্বদাই এস্তেহাজার স্রাব হইতে থাকে তাহার জন্য হুকুম হইল— প্রতি মাসে তাহার পূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে সেই পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনগুলি হায়েজ গণ্য হইবে। ঐ দিন কয়টি গত হইয়া গেলে সে হায়েজ হইতে পাক-পবিত্র গণ্য হইবে, যদিও স্রাব বন্ধ না হইয়া থাকে। কারণ এই স্রাব এস্তেহাজা গণ্য হইবে, সুতরাং এখন হায়েজ হইতে পবিত্রতা হালিলের জন্য গোসল করিয়া নামায আদায় করিতে থাকিবে এবং তাহার স্বামী তাহার সঙ্গে সহবাস করিতে পারিবে।

২২৫। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—(এস্তেহাজাভোগী নারী) হায়েজের সময় উপস্থিত হইলে নামায পরিত্যাগ করিবে এবং ঐ সময় গত হইয়া গেলে গোসল করিয়া নামায পড়িবে।

ঋতুবতীর সংস্পর্শনে নামাযের ক্ষতি হইবে না

২২৬। হাদীছ ঃ— উম্মুল-মোমেনীন মায়মুনা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হায়েজ অবস্থায়--নামায না পড়াকালীন সময় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামাযের নিকটবর্তী স্থানে শুইয়া থাকিতাম। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) একদা ঐ অবস্থায় চাটাইর উপর নামায পড়িলেন; যখন তিনি সেজদায় যাইতেন তাঁহার কাপড় আমার শরীর স্পর্শ করিত।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● হায়েজান্তে গোসলের সময় মাথা আচড়াইবে (৪৫ পৃঃ); যেন চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছিতে কোন প্রকার বিঘ্নের সৃষ্টি না হয়। ● হায়েজান্তে গোসলের সময় চুলের খোপা বেণী ইত্যাদি ছাড়িয়া লইবে (৫৪ পৃঃ)। ● হায়েজ অবস্থায় হজ্জ এবং ওমরার এহরাম বাঁধা যায় (৫৬ পৃঃ)। ● বিশেষভাবে কাপড় পরিহিতা ঋতুবতী স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী এক বিছানায় শয়ন করিতে পারে (৫৪ পৃঃ ২১৪ হাঃ)। ● হায়েজ অবস্থার জন্য বিশেষ কাপড় যোগাড় রাখা ভাল (৪৫ পৃঃ ২১৪ হাঃ)। ● হজ্জের সময় তওয়াফে জিয়ারত করার পর হায়েজ আরম্ভ হইলে কোন ক্ষতি হইবে না (৪৭ পৃঃ)। (অর্থাৎ বিদায় তওয়াফ ছাড়াই হজ্জ পূর্ণ হইবে। ● নেফাছ অবস্থায় মৃত্যু হইলে তাহার জানাযা নামায পড়িতে হইবে (৪৭ পৃঃ)। এখানে আরও একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করা হইয়াছে যে, "এক মাসে তিন হায়েজ অতিবাহিত হওয়ার দাবী গ্রহণযোগ্য।"

উহার ব্যাখ্যা এই যে, কোন নারী স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা হইলে তালাকের ইদ্দত অতিবাহিত করা ঐ নারীর উপর ফরজ; তালাকের ইদ্দত তিন হায়েজ। সর্বনিম্ন কত দিনে তিন হায়েজ অতিবাহিত হইতে পারে সে বিষয় ইমাম বোখারীর (রঃ) মত এই যে, এক মাসে তিন হায়েজ অতিবাহিত হওয়া সম্ভব। এই মতের সপক্ষে তিনি আলী (রাঃ) ও কাজী শোরায়হের একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন—তাঁহাদের সম্মুখে একটি মহিলা দাবী করিল, এক মাস পূর্বে স্বামী আমাকে তালাক দিয়াছিল, ইতিমধ্যেই তাহার তিন হায়েজ অতিবাহিত হইয়া ইদ্দত শেষ হইয়া গিয়াছে। কাজী শোরায়হ বলিলেন, যদি নিকটবর্তী আত্মীয় দ্বীনদার পরহেজগার লোক সাক্ষ্য দেয় যে, আমরা তাহার তিন হায়েজ গত হওয়া লক্ষ্য করিয়াছি, সে প্রত্যেক হায়েজের সময় নামায ত্যাগ করতঃ হায়েজান্তে পবিত্র হইয়া নামায পড়িয়াছে, এরূপ সাক্ষী পাইলে দাবী গ্রহণীয় হইবে। আলী (রাঃ)ও এই রায়ে একমত হইলেন।

অন্য কোন ইমামের মজহাবেই মাত্র এক মাসে তিন হায়েজ অতিবাহিত হইতে পারে না। ইমাম শাফেয়ীর মতে অন্ততঃ ৩৩ (তেত্রিশ) দিনে হইতে পারে। কারণ তাঁহার মতে হায়েজের সর্বনিম্ন সময় একদিন একরাত্র এবং দুই হায়েজের মধ্যবর্তী সময় সর্বনিম্ন পনর দিন। হানাফী মজহাব মতে কমপক্ষে ৩৯ (উনচল্লিশ) দিনে তিন হায়েজ গত হওয়া সম্ভব। কারণ হানাফী মজহাবে হায়েজের সর্বনিম্ন সময় তিন দিন, দুই হায়েজের মধ্যবর্তী সময় পনর দিন। (ফতহুল-কাদীর)

এস্থলে একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদি ঐ নারী তালাকের পূর্বে হায়েজের এবং হায়েজের মধ্যবর্তী সময়ের নির্দ্ধারিত সংখ্যক দিনের অভ্যস্তা থাকে তবে তালাকের ইদ্দত তিন হায়েজ অতিবাহিত হওয়ার দাবী অবশ্যই অভ্যস্ত সংখ্যার সামঞ্জস্যে হইতে হইবে এই সম্পর্কে সকলেই একমত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

তায়াম্মুম

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ

"তোমরা যদি পানি সংগ্রহ বা ব্যবহার করিতে অক্ষম হও তবে পাক মাটির দ্বারা তায়াম্মুম কর—মুখমণ্ডল ও দুই হাত ঐ মাটি স্পর্শনে মছেহ কর।" (৬ পাঃ ৬ রুঃ)

২৭। হাদীছঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে কোন এক জেহাদের সফরে গিয়াছিলাম। বায়দা বা জাতুল-জায়শ নামক স্থানে পৌছিয়া আমার গলার মালাটি ছিন্ন হইয়া কোথাও পড়িয়া যায়; ঐ মালার তালাশে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অপেক্ষা করিতে হয় এবং সকলেই অপেক্ষা করিতে বাধ্য হয়। সেখানে পানির কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাই সকলে (আমার পিতা আবুবকর ছিদ্দিকের (রাঃ) নিকট যাইয়া) অভিযোগ করিতে লাগিল যে, আপনি দেখেন না—আয়েশা কি কর্ম করিয়াছে? রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং সমস্ত লোকজনকে এমন এক মরুভূমিতে দাঁড় করিয়া রাখিয়াছে যেখানে পানির নাম নিশানা পর্য্যন্ত নাই এবং কাহারও সঙ্গেও পানি নাই। ইহা শুনিয়া আবুবকর (রাঃ) আমার নিকট আসিলেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তখন আমার উরুর উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছিলেন; আমার পিতা আমাকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন এবং আমার ভাগ্যে যাহা ছিল সব কিছু শুনাইলেন, এমনকি রাগান্বিত হইয়া আমাকে মুষ্টাঘাতও করিলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিদ্রার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমি কোন প্রকার নড়াচড়াও করিতে পারিলাম না। এমতাবস্থায় রাত্রি প্রভাত হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) ঘুম হইতে উঠিলেন, (ফজরের নামায সম্মুখে) পানির কোন ব্যবস্থা নাই, পানি তালাশ করা হইল, কিন্তু পাওয়া গেল না। তখনই আল্লাহ তায়ালা তায়াম্মুমের হুকুম বর্ণিত আয়াত নাযেল করিলেন। সকলেই তায়াম্মুম করিল। উছায়দ-ইবনে হুজায়ের নামক ছাহাবী (যাঁহাকে ঐ মালার তালাশে নিযুক্ত করা হইয়াছিল) এই খবর শুনিতে পাইয়া আনন্দ মুখর হইয়া বলিলেন, হে আবুবকর পরিবার! ইহা আপনাদের প্রথম বরকত নয়; আল্লাহ তায়ালা আপনার মঙ্গল করুন। খোদার কছম- যখনই আপনার উপর কোন প্রকার বিপদের আগমন হয় তখনই আল্লাহ তায়ালা আপনার জন্য পথ প্রশস্ত করিয়া দেন এবং মোসলেম সমাজকে উপকৃত করেন। (হাদীছখানা বোখারী শরীফের দশ জায়গায় আছে।)

আয়েশা (রাঃ) বলেন—আমি যেই উটটির উপর সওয়ার ছিলাম ঐ উটটিকে বসা অবস্থা হইতে দাঁড় করান হইলে দেখা গেল, মালাটি ঐ উটের নীচে পড়িয়া আছে।

২২৮। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে) আমাকে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দান করা হইয়াছে, আমার পূর্বে কেহই উহা লাভ করিতে পারে নাই। (১) সুদূর এক মাসের পথ হইতে শত্রু পক্ষকে ভীত ও ত্রাসিত করার শক্তিশালী প্রভাব দান করা হইয়াছে*। (২) সমস্ত ভূপৃষ্ঠকে আমার জন্য নামাযের ও পবিত্রতা সাধনের উপযোগী সাব্যস্ত করা হইয়াছে। + যে স্থানে নামাযের সময় উপস্থিত হয় সেখানেই আমার উম্মত নামায আদায় করিতে পারিবে। (৩) গণীমতের মাল আমার জন্য হালাল করা হইয়াছে, আমার পূর্বে কোন পয়গাম্বরের উম্মতের জন্য উহা হালাল ছিল না।✣ (৪) শাফা'য়াতের সুযোগ আমাকে বিশেষভাবে দান করা হইয়াছে ✝ (৫) আমি বিশ্ব মানবের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি, আমার পূর্বে প্রত্যেক নবী বিশেষ কোন জাতি ও সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হইতেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে রসুলুল্লাহ (দঃ)কে প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা পর পর বর্দ্ধিত হইতেছিল; নূতন নূতন বৈশিষ্ট্য হযরত (দঃ)কে পর পর দেওয়া হইয়াছিল। যখন যাহা দান করা হইয়াছে হযরত (দঃ) তাহা জ্ঞাত করিয়াছেন। কারণ, এই সব বৈশিষ্ট্য জ্ঞাত হওয়ার মাধ্যমে দ্বীন-ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয় এবং জটিল সমস্যার সমাধান হয়। যেরূপ মুখবন্ধের মধ্যে "রসুলুল্লাহ আদর্শ সকল দেশ ও পরিবেশ এবং সকল যুগ ও কালের জন্য" প্রবন্ধে ইসলামের উক্ত মৌলিক তথ্যটি হযরতের তিনটি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে এবং সেই বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই উহার জটিলতা খণ্ডন করা হইয়াছে। অনেক সময় হযরতের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা শরীয়তের

---

* খন্দকের জেহাদের পর আল্লাহ তায়ালা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে এই বৈশিষ্ট্য দান করেন। এর পর আর কখনও তাঁহার উপর মদীনায় আসিয়া আক্রমণ করার সাহস কাফেরদের হয় নাই। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, "এখন হইতে আমরা তাহাদের তথা কাফেরদের উপর আক্রমণ করিব, তাহারা আমাদের দেশে আসিয়া আমাদের উপর আক্রমণে সাহসী হইবে না।"

\+ পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য মসজিদ ভিন্ন অন্য কোথাও নামায শুদ্ধ হইত না এবং তায়াম্মুমের সুযোগ তাহাদের জন্য ছিল না।

✣ পূর্বের উম্মতদের জন্য এই বিধান ছিল যে, গণীমতের মাল একত্রিত করিবে; আসমান হইতে অগ্নিশিখা আসিয়া উহা ভস্ম করিয়া যাইবে, ঐ মাল কাহারও ব্যবহার করা হারাম ছিল।

✝ শাফায়াতে-কোবরা—বড় শাফায়াৎ অর্থাৎ কঠিন হাশর-মাঠে যখন তথাকার সমস্ত লোক ভীষণ দুঃখ-যাতনায় থাকিবে এবং সমূহ কষ্ট-যাতনা হইতে অব্যাহতি লাভ উদ্দেশ্যে হিসাব আরম্ভের জন্য সুপারিশ চাহিয়া লোকগণ বড় বড় নবীগণের স্মরণাপন্ন হইবে। কিন্তু কোন নবীই সেই সুপারিশের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না। সেই মুহূর্তের ঐ সুপারিশকেই "শাফায়াতে-কোবরা" বলা হয়—যাহা দ্বারা পূর্বাপর সমগ্র বিশ্বের উম্মতগণ উপকৃত হইবে। নবী (দঃ) ঐ শাফায়াৎ বা সুপারিশের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন এবং কৃতকার্য্য হইবেন—ইহা তাঁহারই বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া অতি সামান্য ঈমানধারী বড় বড় গোনাহগারের জন্য শাফায়াত করাও হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)এর বৈশিষ্ট্য।

মছআলাহ ও জ্ঞাত হওয়া যায়। যেমন, আলোচ্য হাদীছ দ্বারা তায়াম্মুমের বিধান, মসজিদ ভিন্ন অন্যত্র নামায শুদ্ধ হওয়া, গণীমতের মালামাল হালাল হওয়া জানা গেল। এতদ্ভিন্ন দুইটি বিশেষ তথ্য জ্ঞাত হওয়া গেল—একটি উপস্থিত সুসংবাদ, অপরটি কেয়ামত পর্য্যন্ত ঈমানের অংশ। উম্মতকে এই শ্রেণীর জ্ঞান দানের জন্যই হযরত (দঃ) আল্লাহ-প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ উম্মতকে জ্ঞাত করিতেন।

আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত পাঁচটি বৈশিষ্ট্য ছাড়াও মোসলেম শরীফের বিভিন্ন হাদীছের সমষ্টিতে আরও তিনটি বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা পাওয়া যায়—উহার দুইটির বর্ণনা মুখবন্ধে উল্লেখিত প্রবন্ধে আছে। তৃতীয়টি হইল—পূর্ব উম্মতগণের নামাযে মোক্তাদীদের ছফ তথা সুশৃঙ্খল কাতার-বন্দির বিধান ছিল না; ফেরেশতাদের মধ্যে এই নিয়ম রহিয়াছে। হযরতের উম্মতের জন্য আল্লাহ সেই নিয়মকে উহার মর্য্যাদা সহ প্রবর্তিত করিয়াছেন তথা এই উম্মতের নামাযের কাতারকে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের কাতাররূপ মর্য্যাদাবান সাব্যস্ত করিয়াছেন।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বৈশিষ্ট্যের সর্বমোট সংখ্যা ষাট পর্য্যন্ত পৌঁছে বলিয়া একজন আলেম উল্লেখ করিয়াছেন। (ফতহুল-মোলহেম ২—১১৩)

অক্ষমতা ও আশঙ্কার ক্ষেত্রে বাড়ীতেও তায়াম্মুম করা যায়

হাসান বছরী (রঃ) বলেন, রুগ্ন ব্যক্তি—যে নড়াচড়া করিতে অক্ষম; পানি উপস্থিতকারী কাহাকেও না পাইলে তায়াম্মুম করিতে পারিবে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) অনেক দূরের এক জায়গা হইতে প্রত্যাবর্তনকালে মদীনা হইতে মাত্র এক মাইল ব্যবধানের এক স্থানে পৌঁছিলে আছরের ওয়াক্ত হইল; পানির ব্যবস্থা ছিল না, তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়িলেন। সূর্য্যাস্তের পূর্বেই মদীনায় পৌঁছিলেন, কিন্তু সেই নামায পুনঃ দোহরাইলেন না।†

২২৯। হাদীছঃ— আবু জোহায়ম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বীরে জামাল নামক স্থান হইতে আসিতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হইল। সে নবী (দঃ)কে সালাম করিল, তিনি সালামের উত্তর না দিয়া এক দেয়ালের নিকটবর্তী যাইয়া দুই হাতের তালুর দ্বারা উহার সংস্পর্শনে মুখমণ্ডল ও দুই হাত মছেহ (তথা তায়াম্মুম) করিলেন, তারপর ঐ ব্যক্তির সালামের উত্তর দিলেন।

ফুঁক দিয়া হাতের অতিরিক্ত মাটি ফেলিয়া তায়াম্মুম করিবে

২৩০। হাদীছঃ— এক ব্যক্তি ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, যদি আমার উপর গোসল ফরজ হয়, কিন্তু পানি পাওয়া না যায় তখন কি করিতে হইবে? আম্মার ইবনে ইয়াছের নামক ছাহাবী সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি ওমর (রাঃ)কে বলিলেন—আপনার কি স্মরণ নাই যে, আমি ও আপনি একবার সফরে ছিলাম, সে অবস্থায় আমাদের

† পথিমধ্যে আছরের নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইলে তখন তাঁহার জানা ছিল না যে, তিনি পূর্ণ ওয়াক্ত থাকিতে মদীনায় পৌঁছিতে পারিবেন, নচেৎ মদীনায় পৌঁছিয়া অজু করিয়াই নামায পড়িতেন।

উভয়েরই গোসল ফরজ হয়; পানির ব্যবস্থা ছিল না। আপনি নামায পড়িলেন না, * কিন্তু আমি মাটির উপর শুইয়া গড়াগড়ি করিয়া সমস্ত শরীরে ধুলা মাখিয়া লইলাম+ এবং নামায পড়িলাম। তারপর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ঘটনা বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন, তোমার জন্য মাত্র এতটুকুই যথেষ্ট ছিল—এই বলিয়া তাঁহার দুই হাত মাটির উপর মারিলেন এবং হাত উঠাইয়া উহাতে ফুঁক দিলেন, অতঃপর হস্তদ্বয় দ্বারা মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মছেহ করিলেন।

পাক মাটি পানির পরিবর্তে পবিত্রতা লাভের বস্তু

হাসান বছরী (রঃ) বলেন, তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ না পাওয়া পর্য্যন্ত এক বারের তায়াম্মুমই একাধিক নামাযের জন্য যথেষ্ট।* ইবনে আব্বাস (রাঃ) তায়াম্মুম অবস্থায় ইমামতী করিয়াছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সায়ী'দ (রঃ) বলিয়াছেন, লোনা মাটিতে নামায পড়া যায় এবং তদ্দারা তায়াম্মুমও করা যায়।

২৩১। **হাদীছঃ**—এম্‌রান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে কোন সফরে ছিলাম; আমরা সমস্ত রাত্রি চলিয়া (ক্লান্ত হইয়া) শেষ রাত্রে নিদ্রামগ্ন হইলাম; পথিকের জন্য ঐ নিদ্রা বড়ই মধুর হয়। (ফজরের সময় আমাদের ঘুম ভাঙ্গিল না;) একমাত্র সূর্য্যতাপই আমাদের নিদ্রা ভঙ্গ করিল। প্রথমে আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এবং পর পর আরও দুই ব্যক্তি জাগ্রত হইলেন। নবী (দঃ) স্বয়ং নিদ্রোত্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিতাম না, কারণ সময় সময় হযরতের উপর নিদ্রাবস্থায় অহী নাযেল হইত, আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতাম না।

ওমর (রাঃ) নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া সকলের এই অবস্থা দেখিলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহু আকবার বলিতে লাগিলেন। তাঁহার তকবীরের আওয়াজে হযরতের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সকলেই হযরতের নিকট নিজেদের এই অবস্থার উপর আক্ষেপ ও অনুতাপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি সকলকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, বিচলিত হইও না, এখান হইতে চল। এই বলিয়া সকলকে নিয়া রওয়ানা হইলেন; কিছু দূর যাইয়াই অবতরণ করিলেন এবং অজুর পানি আনিতে বলিলেন ও অজু করিলেন। তারপর (ঐ ফজরের কাজা) নামাযের জন্য আজান দেওয়া হইল। সকলকে লইয়া তিনি নামায পড়িলেন; নামাযান্তে দেখিলেন, এক ব্যক্তি নামাযে শরীক না হইয়া পৃথকভাবে বসিয়া আছে। নবী (দঃ) তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি সকলের সঙ্গে নামাযে শরীক হইলে না কেন?

---

* কারণ গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করার হুকুম তখন তাঁহার জানা ছিল না।

+ গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুমের হুকুম জানা ছিল না, কিন্তু অজুর তায়াম্মুমে হাত ও মুখ মছেহ করা হয়। এই তুলনায় গোসলের পরিবর্তে সমস্ত শরীরে মাটির সংস্পর্শ করিলেন।

* অর্থাৎ প্রত্যেক নামাযের জন্য নূতনভাবে তায়াম্মুম করিতে হইবে না, অজুর ন্যায় এক তায়াম্মুম দ্বারা নামায পড়া যায় যাবৎ তায়াম্মুম ভঙ্গের কোন কারণ উপস্থিত না হয়।

সে আরজ করিল, আমার উপর গোসল ফরজ হইয়াছিল, কিন্তু পানির ব্যবস্থা নাই। নবী (দঃ) বলিলেন, তুমি মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করিয়া লও; উহাই তোমার জন্য যথেষ্ট। তারপর তিনি ওখান হইতে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে সকলেই তাঁহার নিকট পিপাসার অভিযোগ করিতে লাগিল। তিনি এক স্থানে অবতরণ করিয়া আলী (রাঃ) ও এমরান (রাঃ)কে পানির তালাশে বাহিরে পাঠাইলেন। তাঁহারা পানির তালাশে বাহির হইলেন এবং দেখিতে পাইলেন, জনৈকা মহিলা উটের উপর দুই মশক পানি লইয়া যাইতেছে। তাঁহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পানি কোথায়? সে বলিল, পানি এখান হইতে পূর্ণ একদিন এক রাত্রির পথ দূরে। আমাদের পুরুষগণ সকলেই বিদেশ গমন করিয়াছে; (সেই জন্যই আমি পানির জন্য বাহির হইয়াছি।) তাঁহারা বলিলেন, তুমি আমাদের সঙ্গে চল; সে বলিল, কোথায়? তাঁহারা বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট। সে বলিল—ঐ ব্যক্তি, যাহাকে স্বীয় পূর্ব-পুরুষদের ধর্মত্যাগী বলা হয়? তাঁহারা বলিলেন, তুমি যাহাকে চিনিতে পারিয়াছ তিনিই; তুমি চল। তাঁহারা তাহাকে সঙ্গে লইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং সমস্ত ঘটনা শুনাইলেন। মহিলাটিকে উট হইতে নামানো হইল; রসুলুল্লাহ (দঃ) একটি পাত্র আনাইলেন এবং মশক দুইটি হইতে সামান্য পানি ঢালিয়া (উহার মধ্যে কুল্লি করিলেন এবং ঐ কুল্লিযুক্ত পানি বাটির মধ্যে পুনরায় ঢালিয়া দিয়া) উহার ঐ মুখ বাঁধিয়া দিলেন এবং পানি বাহির করার জন্য তলদেশের ছোট মুখ খুলিয়া দিলেন এবং সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, সকলেই ইচ্ছানুযায়ী পানি পান কর, নিজের যানবাহন পশুগুলিকেও পান করাও। সকলে তাহাই করিল এবং ঐ ফরজ গোসলওয়ালা ব্যক্তিকেও একটি পাত্র ভরিয়া পানি দেওয়া হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে বলিয়া দিলেন, যাও এই পানি শরীরে ঢালিয়া গোসল কর। ঐ মহিলাটি দাঁড়াইয়া করুণ দৃষ্টে তাকাইতেছিল এবং তাহার পানি কি করা হইতেছে তাহা দেখিতে ছিল। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এমরান (রাঃ) শপথ করিয়া বলিতেছেন, সকলেই পানি ব্যবহার করিয়া ক্ষান্ত হইলে পর মশক দুইটি পূর্বের চেয়ে অধিক পরিপূর্ণ দেখা যাইতেছিল। তারপর রসুলুল্লাহ (দঃ) সকলকে বলিলেন, মহিলাটির জন্য পারিতোষিক ও বখশীশ স্বরূপ কিছু সংগ্রহ কর। তখন খেজুর, আটা ও ছাতু ইত্যাদি খাদ্যবস্তু তাহার জন্য সংগ্রহ করিয়া একটি কাপড়ে বাঁধিয়া দেওয়া হইল এবং তাহাকে উটের পিঠে বসাইয়া খাদ্যবস্তু পটুলিটি তাহার সম্মুখে রাখিয়া দেওয়া হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে বলিলেন, তুমি দেখিতেছ ও উপলব্ধি করিতেছ যে, আমরা তোমার পানি কম করি নাই, (তোমার মশকদ্বয় এখনও পরিপূর্ণ আছে,) তবে (আমরা যাহা খরচ করিয়াছি উহা) আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে পান করাইয়াছেন। তারপর সে যখন নিজ বাড়ীতে পৌঁছিল, বাড়ী ফিরিতে গৌণ হওয়ায় বাড়ীর সকলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় আবদ্ধ ছিলে যে কারণে তোমার ফিরিতে এত গৌণ হইল? সে উত্তর করিল, আশ্চর্য্য এক ঘটনা! রাস্তায় দুই

ব্যক্তির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইলে তাহারা আমাকে ঐ ব্যক্তির নিকট লইয়া গেল যাহাকে পূর্ব-পুরুষদের ধর্মত্যাগী বলা হয়। এইরূপে পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করিয়া সে শপথ করিয়া বলিল, আসমান-জমীনের মধ্যে তাঁহার তুল্য অলৌকিক ঘটনা কেহ দেখাইতে পারিবে না; নিশ্চয় তিনি আল্লার প্রেরিত সত্য রসুল। তারপর হইতে মোসলমানগণ ঐ মহিলাটির গ্রামের চতুষ্পার্শ্বে মোশরেকদেরে আক্রমণ করিত, কিন্তু তাহার গোত্রকে কিছুই বলিত না। এই ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ মহিলা একদিন তাহার গোত্রীয় সকলকে ডাকিয়া বলিল, আমার ধারণা এই যে, মোসলমানগণ (ঐ পানির ঘটনার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ) ইচ্ছা করিয়াই তোমাদের উপর কোন প্রকার আক্রমণ করেন না; (এরূপ অমায়িক ধর্ম) ইসলামের প্রতি কি তোমাদের আগ্রহ হয়? সকলেই তাহার ডাকে সাড়া দিল এবং ইসলাম গ্রহণ করিল।

জানাবাতের গোসলে মৃত্যু বা রোগের আশঙ্কা হইলে কিম্বা পানি ব্যয় করায় পানীয় পানির অভাব হইলে তায়াম্মুম করিবে

ছাহাবী আমর-ইবনে-আছ (রাঃ) ভীষণ শীতের প্রকোপময় এক রাত্রে জানাবাতের সম্মুখীন হইলেন। তখন তিনি গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করিলেন এবং এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ দেখাইলেন—وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"তোমরা নিজকে মৃত্যুপথে টানিয়া নিও না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি অতি মেহেরবান; (তিনি সুযোগ-সুবিধা দিয়াছেন; উহা উপেক্ষা করিয়া বিপদ টানিয়া আনিও না।)"

আমর-ইবনে-আছ (রাঃ) ছাহাবীর উক্ত ঘটনা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জ্ঞাত হইয়াও তাঁহাকে বিপরীত কিছুই বলেন নাই।

২৩২। হাদীছ ঃ—একদা আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন ব্যক্তি জানাবাতের সম্মুখীন হইয়া দীর্ঘ এক মাস পর্য্যন্তও পানির ব্যবস্থা করিতে না পারিলে সে কি তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়িবে? (অর্থাৎ অজুর পরিবর্তে তায়াম্মুমের ন্যায় ফরজ গোসলের পরিবর্তেও তায়াম্মুম হয় কি?) আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, তাহার জন্য তায়াম্মুম করা যথেষ্ট হইবে না। যে পর্য্যন্ত পানির ব্যবস্থা করিতে না পারে নামায কাযা করিবে। দীর্ঘ এক মাস পর্য্যন্ত পানির ব্যবস্থা না হইলেও তাহাই করিবে। আবু মূসা (রাঃ) আবদুল্লাহ (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি জানেন না যে, আম্মার (রাঃ) তাঁহার প্রতি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তোমার জন্য (জানাবাত অবস্থায়) এরূপ (তায়াম্মুম) করিয়া লওয়া যথেষ্ট।* এই বলিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) দুই হাত মাটিতে মারিলেন এবং একটু ঝাড়া দিয়া ডান হাতের দ্বারা বাম হাত ও বাম হাতের দ্বারা ডান হাত এবং মুখমণ্ডল মছেহ করিলেন। আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, আপনি

* এখানে যে হাদীছের প্রতি ইঙ্গিত করা হইল উহা ২৩০নং হাদীছ।

দেখেন না যে, ঘটনার বর্ণনা শুনিয়া ওমর (রাঃ) উহার প্রতি মনোযোগ দেন নাই+। তখন আবু মূসা (রাঃ) বলিলেন, আচ্ছা—আম্মারের ঘটনা ধর্তব্য না হউক, কিন্তু কোরআন শরীফে ছুরা মায়েদার আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করুন— فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

অর্থাৎ অজু ভঙ্গ বা জানাবাত অবস্থায় "পানির ব্যবস্থা না হইলে তায়াম্মুম করিয়া লও।" আবদুল্লাহ (রাঃ) এই আয়াতের কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, কিন্তু তিনি বলিলেন, জানাবাত অবস্থায় গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুমের সুযোগ প্রদান করা হইলে শীতের দিনে পানি ঠাণ্ডা লাগায় তায়াম্মুমের সুযোগ নেওয়া হইবে। তখন আবু মূসা (রাঃ) আবদুল্লাহ (রাঃ)কে বলিলেন, আচ্ছা। আপনি শুধু কেবল এই আশঙ্কায় জানাবাতের জন্য তায়াম্মুমের ফতওয়া দিতে চান না? তিনি বলিলেন, হাঁ।↑

ব্যাখ্যা ঃ—ছুরা মায়েদার আয়াতের অনুরূপ ছুরা নেছাতে যেই আয়াত রহিয়াছে উহাতেও জানাবাত তথা ফরজ গোসলের জন্য প্রয়োজনে তায়াম্মুম করিবে বলিয়া উল্লেখ আছে। ৩৩০নং হাদীছেও বর্ণিত আছে যে, প্রয়োজনে ফরজ গোসলের জন্য তায়াম্মুম করিবে। সমস্ত ইমামগণের মজহাব ইহাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—এই হাদীছ দ্বারা ইমাম বোখারী (রঃ) আরও একটি পরিচ্ছেদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, "তায়াম্মুমে হাত ও মুখ উভয়কে মছেহ করিতে মাত্র একবার মাটি স্পর্শন যথেষ্ট।" দুইটি অঙ্গের জন্য দুইবার হাত মাটিতে মারিতে হইবে না। ইহা কোন কোন ইমামের মত, কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী এবং অধিকাংশ আলেমগণের মত এই যে, প্রত্যেক অঙ্গের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ দুইবার হাত মাটিতে মারিবে। এ সম্পর্কে একাধিক হাদীছ বিদ্যমান আছে।

ইমাম বোখারী (রঃ) আরও দুইটি পরিচ্ছেদ এই অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা— (১) "যদি কেহ পানি ও মাটি কোনটিরই ব্যবস্থা করিতে না পারে।" এমতাবস্থায় অজু ব্যতিরেকেই নামায পড়িবে। অবশ্য অধিকাংশ ইমামগণের মতে তাহাকে সুযোগ অনুযায়ী অজু বা তায়াম্মুম করিয়া পুনরায় ঐ নামায কাযাও পড়িতে হইবে।

(২) "তায়াম্মুম মুখমণ্ডল ও শুধু দুই হাতের কব্জা মছেহ করা"। ইহা কোন কোন ইমামের মত। কিন্তু একাধিক হাদীছ দৃষ্টে ইমাম আবু হানীফা (রঃ), ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এবং অধিকাংশ ওলামাগণ বলেন, দুই হাত কনুই পর্য্যন্ত মছেহ করিবে—যে পরিমাণ অজুতে ধৌত করিতে হয়।

+ ওমর (রাঃ) স্বয়ং ঐ ঘটনায় জড়িত ছিলেন বলিয়া আম্মার (রাঃ) নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু ওমর (রাঃ) পূর্ণ ঘটনাই ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাই তিনি ইহার গুরুত্ব দেন নাই, কিন্তু আম্মার (রাঃ)কে এই ঘটনার দ্বারা প্রমাণ করিয়া মছআলাহ বয়ান করিতে বাধাও দান করেন নাই, বরং তাঁহার উপরই এই ঘটনার দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

↑ এই হাদীছখানা পর পর তিনবার উল্লেখ হইয়াছে; সমষ্টির অনুবাদ হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়

নামায

নামায ফরজ হওয়ার বিবরণ

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনায় হিজরত করার পূর্বে মক্কায় অবস্থানকালেই নামায ফরজ হইয়াছিল। ৬নং হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে, মক্কাবাসী আবু সুফিয়ান সম্রাট হেরাক্লিয়াসের এক প্রশ্নের উত্তরে এই উক্তি করিয়াছিল যে, (এই নবী) আমাদিগকে নামায, সত্যবাদিতা ও সংযমশীলতার আদেশ করিয়া থাকেন।

এখানে ইমাম বোখারী (রঃ) মে'রাজ শরীফের ঘটনার হাদীছ উল্লেখ করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, মে'রাজের রাত্রে নামায ফরজ হয়। প্রথমতঃ দিবারাত্রে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়। রসুলুল্লাহ (দঃ) পূর্ণ আনুগত্যের সহিত উহা গ্রহণে আল্লার দরবার হইতে ফিরিলেন। পথিমধ্যে মুসা (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল; তিনি তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন যে, ইহা আপনার উম্মতের জন্য কঠিন হইবে, ইহা হ্রাস করার জন্য আপনি আল্লার নিকট আবেদন করুন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাই করিলেন; এইবার পাঁচ ওয়াক্ত কম করিয়া দেওয়া হইল। মুসা (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে পর তিনি পুনরায় ঐ পরামার্শই দিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) পুনরায় গেলেন, এইভাবে পুনঃ পুনঃ যাইতে লাগিলেন এবং পাঁচ পাঁচ ওয়াক্ত কম হইতে লাগিল। শেষবার যখন পাঁচ ওয়াক্ত থাকিয়া গেল, তখন আল্লাহ তায়ালা বলিয়া দিলেন, এই পাঁচ ওয়াক্তকে পূর্ণভাবে আদায় করিলে ইহাই পঞ্চাশ ওয়াক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। আমি প্রথমে যাহা বলিয়াছি—"পঞ্চাশ ওয়াক্ত" আমার নিকট (ছওয়াবের ক্ষেত্রে) তাহাই ঠিক রহিল। এইবারও মুসা (আঃ) আরও কম করার জন্য পুনরায় যাইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত হওয়ার পরও পুনরায় আল্লাহ তায়ালার নিকট আরও কম করার আবেদন করিতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম লজ্জা বোধ করিলেন।

মে'রাজ শরীকের ঘটনার হাদীছ পূর্ণভাবে বিষদ ব্যাখ্যার সহিত ইনশা-আল্লহ তায়ালা পঞ্চম খণ্ডে মে'রাজ শরীফের পরিচ্ছেদে অনুদিত হইবে।

২৩৩। **হাদীছ** ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, প্রথমতঃ আল্লাহ তায়ালা নামায ফরজ করেন মুসাফির অবস্থায় ও বাড়ীতে থাকাকালীন—সর্বাবস্থায়ই (মগরেব ভিন্ন) প্রত্যেক ওয়াক্ত নামায দুই রাকাত। পরে সফর অবস্থার জন্য দুই রাকাত ঠিকই রহিল, কিন্তু বাড়ী থাকাকালীন অবস্থায় (তিন ওয়াক্ত) নামায চার চার রাকাত করিয়া দেওয়া হইল।

নামায পড়িতে কাপড় পরা ফরজ

অর্থাৎ নামায অবস্থায় ছতর (তথা বিশেষ অঙ্গসমূহ) ঢাকিতে হইবে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—خذوا زينتكم عند كل مسجد "প্রত্যেক নামাযেই কাপড় পরিবে।"

ছালামা ইবনে তাকওয়া (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাস করিলেন, আমি শিকারে অভ্যস্ত। কোন সময় শুধু লম্বা একটি জামা পরিধান করিয়া থাকি, ঐ অবস্থায় নামায পড়িতে পারিব কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ—কিন্তু বুতামের প্রতি লক্ষ্য রাখিও। বুতাম না থাকিলে কাটা দ্বারা হইলেও বুতাম পট্টি গাঁথিয়া লও, যেন বুকের উপর জামা উন্মুক্ত না থাকে। নতুবা রুকু করার সময় স্বীয় দৃষ্টি গুপ্তস্থানের উপর পড়িতে পারে।

উল্লেখিত হাদীছের সনদ তথা ক্রমিক সাক্ষীসমূহের একজন সাক্ষী দুর্বল, তাই ইহা দ্বারা কঠোর আদেশ প্রমাণিত হইবে না এবং নিজের দৃষ্টি নিজের ছতরের উপর পড়িলে তাহাতে নামায বাতিল হইবে না। অবশ্য মকরূহ হইবে।

একটি মাত্র চাদরে আবৃত হইয়া নামায পড়িলে উহা ঘাড়ের সঙ্গে গিরা দিয়া লইবে

ছাহাবীগণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এক চাদর পরিধান করিয়া নামায পড়িলে ঐরূপভাবেই পড়িতেন। কারণ, সমস্ত শরীর আবৃত করার উদ্দেশ্যে চাদরটিকে সীনার উপর বাঁধিলে চাদর খুলিয়া পড়িয়া যাওয়ার আশঙ্ক থাকে এবং ঐ আশঙ্কায় নামাযী ব্যক্তি সন্ত্রস্ত থাকিবে—তাহার লক্ষ্য ও ধ্যান আল্লার প্রতি নিবদ্ধ করিতে বাধাপ্রাপ্ত হইবে। তাই রাসুলুল্লাহ (দঃ) এরূপ খুটিনাটি বিষয়ে এমন আদর্শের শিক্ষা দান করিয়াছেন যাহাতে নামায অবস্থায় একাগ্রচিত্তে, কায়মনোবাক্য এক আল্লার প্রতি ধ্যানে মগ্ন হওয়ার পক্ষে বিন্দুমাত্র বাধার সৃষ্টি না হইতে পারে। যেমন পায়খান প্রস্রাবের বেগ লইয়া বা ক্ষুধার্ত অবস্থায় আহারের প্রতি আগ্রহ লইয়া নামাযে দাঁড়াইতে নিষেধ করা হইয়াছে।

২৩৪। **হাদীছ ঃ**— ছাহাবী জাবের (রাঃ) একদা একটি মাত্র চাদরে আবৃত হইয় ঘাড়ের সঙ্গে গিরা লাগাইয়া নামায পড়িলেন; অথচ তাঁহার অন্যান্য কাপড় সম্মুখে আলনার উপর রাখা ছিল। এক ব্যক্তি তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, আপনি মাত্র এক কাপড়ে নামায পড়েন? তিনি বলিলেন হাঁ—আমি ইচ্ছা করিয়াই এরূপ করিয়াছি; যেন তোমার মত বোকা মানুষ আমাকে দেখিয়া শিক্ষা লাভ করিতে পারে। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়ে আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির দুই কাপড় ছিল?

ব্যাখ্যা ঃ— শয়তান অতিশয় ধূর্ত; সে মানুষকে বাহ্যিকভাবে ভাল পথ দেখাইয়াও প্রকৃতপক্ষে তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে চায়। সাধারণতঃ দেখা যায়, অনেক লোক নামায পড়ে না; জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া থাকে, নামাযের জন্য কাপড়ের সু-ব্যবস্থা নাই। সেই জন্য নামায পড়ি না। সামর্থ অনুযায়ী নামাযের জন্য কাপড়ের সু ব্যবস্থা রাখা ভাল কথা, কিন্তু শয়তান তাহাকে এই পথ দেখাইয়া কিরূপ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত করিল যে, কাপড়ের ছুতা দিয়া তাহাকে নামায ছাড়াইয়া দিল, অথচ কাপড় একেবারে না থাকিলেও নামায